'সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ' সম্পর্কে আলোচনায়

ডাঃ রিচার্ড হেইনস, আবদুল হাকিম ও ডাঃ জাকির নায়েক

ডাঃ রিচার্ড হেইনস ঃ আস্সালামু আলাইকুম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মুখ্য বিষয়। একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকানরা ধর্ম মানে না । আমি মনে করি এটা ঠিক নয়। আমেরিকানরা খুবই ধর্মানুরাগী। ধর্ম আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বিষয়। আমাদের কাছে এটা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যখন একটি ধর্ম গ্রহণ করে, তখন সে এক সঙ্গে ঐ ধর্মের ভাগ্য ও পরিণতি গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার নিজের পরিবারের কথাই বলতে পারি। আর আমি এটা সাজিয়ে বলছি না। আমার নিজের পরিবারেরই রয়েছে মেথোডিস্ট খ্রিস্টান, একজন বৌদ্ধ, আরেকজন ইহুদি, আছে একজন ইস্টার্ন অর্থোডক্স ক্যাথলিক, একজন শিয়া মুসলমান আর সবশেষে একজন রোমান ক্যাথলিক। এভাবে আপনি বেশিরভাগ আমেরিকান পরিবারেই দেখতে পাবেন যে, একটি লোক এক একটি ধর্ম পালন করছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের ব্যাপারে খুবই আবেগপ্রবণ।

আমি ভারতে বিশেষত শ্রীনগর ও চেন্নাইতে যে লড়াইটা দেখেছি, সে লড়াইটি যারা ধর্ম মানে আর যারা মানে না তাদের মধ্যে নয়। লড়াইটা আসলে তাদের মধ্যে, যারা সব ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল আর যারা কোনও ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল নয়। ইউনাইটেড স্টেটস বললেই মনে হবে কোকাকোলা, পেপসি, এম টিভি-সহ উপভোগের আরও অনেক সামগ্রীর কথা। যা আপনি শুধু উপভোগই করবেন। যেগুলি জীবনে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে আমি বলব যে, আমেরিকা আমাদের পৃথিবীতে ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য চায়, চায় প্রত্যেকটা মানুষ সম্পূর্ণ নিজের মতো করে স্বাধীনতা উপভোগ করুক। আমেরিকা এমন কোনও পৃথিবী চায় না যা শুধু আমেরিকাই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। বরং আমরা চাই যে, আপনারা সবাই আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবেন, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি স্বাধীনতার পথে। আর এ আমেরিকা চায় এমন একটা পরিবেশ যেখানে সবাই বেছে নিতে পারবে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আমেরিকার এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সবার সামনে ভালো সাজার জন্যেও নয়। কারণ, এটা সবার জন্য ভালো। আমেরিকা বিশ্বাস করে শান্তিতে। আমেরিকা আরও বিশ্বাস করে যে, সমস্ত পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে আমরা চাই স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস চালায়। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব, লড়াই করব, যাতে আমরা এ সন্ত্রাসী আক্রমণ ঠেকাতে পারি। সাধ্যমতো চেষ্টা বলতে আমি বোমা, বিমান, বন্দুক, ছুরি এগুলি বোঝাইনি। আমি বলছি যাবতীয় হিসেবের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। আমি বলছি আমরা সরকারকে সহযোগিতা করার কথা। পাশাপাশি অন্য দেশের সরকারকেও অপরাধ দমনের জন্য সাহায্য করা। আমি বলছি, মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণ বন্ধের কথা, এটা থেকেই অনেক সন্ত্রাসী তৈরি হয়। আমি বলতে চাইছি মানুষ পাচার বন্ধ করার কথা, যেখানে অন্য মানুষ

তাদের ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারটাই আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের মূল কথা। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে প্রায়ই আমাদের যুদ্ধটাই সবার মনোযোগ কাড়ে। যেখানে আসলে আপনি, আমি, আমরা সবাই এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকা যে কোনভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি আপনাদের বলছি, এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল ধারণা।

আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানও রয়েছেন। রয়েছে বাংলাদেশ, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফ্রিকা আর ভারতের মুসলমান। আর তাই আমেরিকার এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ– মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এটা আমেরিকা বনাম ইসলামের যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধের একপক্ষ আমরা, যারা এখানে বসে আছি মানবসভ্যতার পক্ষ নিয়ে। অন্যপক্ষ তারা, যারা এই মানবসভ্যতা ধ্বংস করতে চায়। এ সব বিপদের মোকাবিলা করতে আর আমাদের আশা জাগিয়ে রাখতে আমেরিকা অতীতে এবং বর্তমানে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারতের মতো দেশের সঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জানি যে শুধু একপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি সেটা যদি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও হয়, সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাও জানতে চাই। কারণ, আমরা জানি যে গণতন্ত্র পুরোপুরি নিখুঁত নয়।

আমরা মনে করি, স্বাধীনতার প্রতি সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলকথা। এটাই আমাদের কাছে মুখ্য বিষয়, ঠিক যেমন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিষয়টা। আপনারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। ভারত আমেরিকার মতোই বিভিন্ন জাতির মানুষের এক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মতো আপনাদের সংবিধানও ভারতের সব মানুষকে তার নিজের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দেয়। এটা খুবই কঠিন কাজ। আমি বলব না যে আমেরিকা মনে করে এটাই ঠিক। আমি বলব না প্রত্যেক আমেরিকান এটা বিশ্বাস করে, যতটা গভীরভাবে আমি বিশ্বাস করি সহিষ্ণুতাই আমাদের মূল আদর্শ।

একইভাবে ভারতে এটাই আপনাদের মূল আদর্শ। সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকা আর ভারতের উচিত স্বাধীনতাকে সমর্থন করা। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। আর তাই আসুন! আমাদের সঙ্গে যোগ দিন–আমরা যুদ্ধ করি স্বাধীনতার জন্য, ধর্মপালনের স্বাধীনতার জন্য, এমন একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যেটা এখানে বসে-থাকা এই শিশুটি দেখবে। যেটা ভবিষ্যতে আপনার সন্তান দেখবে। আর সেটা নির্ভর করবে এ কঠিন সময়ে আমাদের প্রচেষ্টা আর সহযোগিতার ওপর। যাই হোক, স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতার প্রতি আমাদের আদর্শের এ মিল এক সুতোয় বাঁধা। আমাদের মিল বা সাদৃশ্যটা খুবই মূল্যবান। এটা আপনাদের আর আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। ধন্যবাদ।

আবদুল হাকিম: আস্‌সালামু আলাইকুম। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডাঃ জাকির নায়েকের সঙ্গে। ডাঃ জাকির আবদুল করিম নায়েক হলেন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তাঁর প্রেরণাতেই ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এ প্রচেষ্টা– ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ভুল ধারণাগুলি দূর করা। পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও বর্তমানে তিনি ইসলামের আদর্শ পৃথিবীর সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চান। মাত্র ২৬ বছর বয়স থেকেই পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদিসের উদ্ধৃতি, যুক্তি, বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেন এবং অকাট্যভাবে ইসলামের নামে ভুল ধারণাগুলি খণ্ডন করেন।

ডাঃ জাকির নায়েক পবিত্র কোরআন এবং অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেন। ডাঃ জাকির তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং স্বতঃস্ফূর্ত আর অকাট্য উত্তরের জন্য বিখ্যাত। যেখানে দর্শকরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন,তাঁর বক্তৃতার পরে কারও সন্দেহ থাকলে তা দূর করতে পারেন। তিনি গত ৬ বছরে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে আর এই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ৬০০-রও বেশি বক্তৃতাদিয়েছেন। তিনি ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর অসংখ্য বই লিখেছেন। ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক: সম্মানিত প্রধান অতিথি ডাঃ রিচার্ড হেইনস, ডাঃ অমর সিনহা, মিস্টার কৃষ্ণা অর্চন চৌরাসিয়া, অন্যান্য অতিথি এবং আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদের ইসলামিক শুভেচ্ছার সঙ্গে স্বাগতম জানাচ্ছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ্‌ তায়ালার অশেষ রহমত, বরকত ও শান্তি আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক। আজকের বিকালের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে–'সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদ'। আপনাদের হয়তো জানা আছে সমগ্র বিশ্বের শতকরা ২০ জন লোক হচ্ছে মুসলমান। অর্থাৎ, পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক হল মুসলমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলামধর্ম সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্মের বেশিরভাগ মানুষেরই ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারপরও ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ গতিতে বেড়েই চলেছে। এসব ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছে বিশেষ করে ২০০১-র ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে।

বর্তমানে ইসলামে 'সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ' নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাটির এক নম্বরে রয়েছে। যখন কোনও ব্যক্তি একজন মুসলাম সম্পর্কে শোনে বা জানে, তার মনে একটা চিন্তা দানা বাঁধে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি একজন মুসলমান? নাকি একজন মৌলবাদী জঙ্গি সন্ত্রাসী? মৌলবাদী শব্দটির আর্থ কী? একজন মৌলবাদী হচ্ছেন এমন একজন ব্যাক্তি যিনি কোনও একটি বিষয়ে মৌলিকত্বকে কঠোরভাবে মেনে চলেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন চিকিৎসককে ভালো চিকিৎসক হতে হয়, তবে তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যদি সে একজন মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে কখনোই ভালো চিকিৎসক হতে পারবে না। একজন বিজ্ঞানীকে ভাল বিজ্ঞানী হতে হলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। যদি সে ভালোভাবে না জানে, তাহলে সে কখনোই ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না।

একজন গণিতবিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। গণিতবিদকেও একজন মৌলবাদী হতে হবে। যদি গণিত বিষয়ে তিনি মৌলবাদী না হন তাহলে কখনোই তিনি ভালো গণিতবিদ হতে পারবে না। আপনি সকল মৌলবাদীকে এক পাল্লায় ওজন করতে পারবে না। কারণ, ভালোও আছে, মন্দও আছে। তাদের মধ্যে থেকে মৌলদের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে বিচার করতে হবে কে ভালো মানুষ, আর কে খারাপ মানুষ? যেমন এক ব্যক্তি যদি প্রকৃত পক্ষে ডাকাত অথবা চোর হয়। যার পেশা হচ্ছে ডাকাতি বা চুরি করা। সমাজের জন্য অবশ্যই সে একটি অভিশাপ। সে কখনোই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। অন্যদিকে, আপনি যদি একজন প্রকৃত চিকিৎসককে দেখেন যার কাজ হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষা করা। তাহলে সে সমাজের জন্য উপকারী, একজন ভালো মানুষ। তাই সকল মৌলবাদীকে একই মাপকাঠিতে পরিমাপ না করে, যার যার ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিমাপ করা উচিত। আমি একজন মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি।

কারণ, আমি জানি, মানি এবং ইসলামের মৌলিকত্বকে ঠিকভাবে পরিচর্যা করি এবং আমি এটিও জানি, ইসলামে মানবতাবিরোধী কোনও মৌলকত্ব নেই এবং চ্যালেঞ্জ করতে পারি, পৃথিবীতে একটি মানুষও পাওয়া যাবে না, যে প্রমাণ দেখাতে পারবে যে, ইসলামের মৌলিকত্ব মানবতাবিরোধী। এমন কিছু মানুষ আছে যারা মনে

করে ইসলামের শিক্ষা ও কোরআনের শিক্ষা মানবতাবিরোধী। যখন আপনি এর একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা করবেন, এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন, তখন একটি মানুষও পাওয়া যাবে না যে বলবে, ইসলামের মৌলকত্ত্বের মধ্যে মানবতাবিরোধী কিছু আছে। এই কারণে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান এবং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, একজন হিন্দুকে পরিপূর্ণ হিন্দু হতে হলে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। না হলে সে একজন পরিপূর্ণ হিন্দু হতে পারবে না। একজন খ্রিস্টান ধর্মীয় ব্যক্তিকে খ্রিস্টানধর্মে তার জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে হলে তাকে খ্রিস্টানধর্মে মৌলবাদী হতে হবে । না হলে সে একজন পরিপূর্ণ খ্রিস্টান নয়।

যদি আপনারা ওয়েবস্টারের অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবে যে মৌলবাদী শব্দটি আবিষ্কারের পর একদল আমেরিকান খ্রিস্টানদের বর্ণনা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। যাদেরকে বলা হতো প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা গির্জার প্রতি আপত্তি জানান। আগে খ্রিস্টান গির্জায় এটি বিশ্বাস ছিলো যে, বাইবেলের আদেশ সব ছিল খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা প্রতিবাদ করে বলে যে, শুধু বাইবেলের আদেশই নয়...আদেশ, শব্দ, বর্ণ সব কিছুই খোদাপ্রদত্ত। যদি কোনও মৌলবাদী প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলি খোদাপ্রদত্ত, তাহলে সেই মৌলবাদীদের এই পদপক্ষে একটি সফল পদক্ষেপ। আর কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে বাইবেলের শব্দগুলি খোদাপ্রদত্ত নয়, তাহলে সেটি ভালো পদক্ষেপ নয়। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবে যে, মৌলবাদী হচ্ছে এমন একজন ব্যাক্তি যিনি কোনও ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করে থাকেন। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণটি পড়েন, তাহলে দেখবেন, সেখানে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। সেটা হল, মৌলবাদী এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনও ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করেন, বিশেষ করে ইসলাম। পরিবর্তিত সংস্করণে 'বিশেষ করে ইসলাম' শব্দগুলি যোগ করা হয়েছে। যে মুহূর্তে আপনি মৌলবাদী শব্দটি শোনেন, তখনই আপনি একজন মুসলমানের কথা চিন্তা করেন, যে কি না সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে আমি যদি মুসলমানদের ব্যাপারটা ধরি, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান এক-একজন সন্ত্রাসি। আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবতে পারেন যে, ডাঃ জাকির নায়েক এসব কী বলছেন যে, প্রত্যেক মুসলমান এক-একজন সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটা কী? সন্ত্রাসির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, মানুষকে ভয় দেখায়। একজন ডাকাত যদি কোনও পুলিশকে দেখে ভয় পায়, তাহলে সেই পুলিশ ডাকাতের কাছে একজন সন্ত্রাসি। তাই এ ধারণার ভিত্তিতে ডাকাতের কাছে প্রতিটি মুসলমানই একজন সন্ত্রাসি। যখন একজন ডাকাত বা একজন ধর্ষণকারী একজন মুসলমানকে দেখে, সে ভয় পায়। এভাবে প্রতিটি অসামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যেকটি মুসলমানের এক-একজন সন্ত্রাসি হওয়া উচিত। আমি মনে করি, 'সন্ত্রাসি' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অন্য কোনও নিরীহ ব্যক্তিকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে কোনও মুসলমান নিরীহ কোনও ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না।

মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা অনুসারে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে দুটি ভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিলাম, তখন কিছু ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। এ সব ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের কাছে সন্ত্রাসি নামে পরিচিত ছিল। আবার এ সকল ব্যক্তিসাধারণ ভারতবাসীর কাছে দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড কিন্তু পরিচয় হচ্ছে দু'টো। একদলের কাছে তাদের পরিচয় সন্ত্রাসি, আরেক দলের কাছে মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক। সুতরাং কোনও ব্যক্তিকে কোনও লেবেলে ফেলতে হলে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, সেই ব্যক্তিকে ওই লেবেলে ফেলার কারণ কী? আপনি যদি ব্রিটিশ

সরকারের সঙ্গে একমত হন যে, বিটিশদের উচিত ভারত শাসন করা, তাহলে আপনি এ ব্যক্তিদের সন্ত্রাসি বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ ভারতবাসীর সঙ্গে একমত হন, ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল শুধু ব্যবসা করতে, শাসন করতে নয়, তাহলে আপনি এদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলবেন। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড, পরিচয় হচ্ছে তা দু'টো। এখন আমি আপনাদের কাছে একজনের নাম বলব। তিনি হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। যিনি নতুন স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর আগে শ্বেতাঙ্গদের সরকার ম্যাণ্ডেল্যাকে আখ্যায়িত করেছিল একজন সন্ত্রাসি হিসেবে। আর আফ্রিকানদের কাছে ওই ম্যান্ডেলাই একজন বীর হিসেবে পরিচিত। একই ব্যক্তিকে শ্বেতাঙ্গরা বলল সন্ত্রাসি আর কৃষ্ণাঙ্গরা বলল বীর। একই কর্মকাণ্ড, কিন্তু দু'টি ভিন্ন স্তর।

আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের সঙ্গে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছে, তাহলে আপনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসি মনে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সঙ্গে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেনি, তাহলে নেলসন ম্যাণ্ডেল্যা আপনার কাছে একজন বীর হিসেবে সম্মানিত হবেন।

যেমন আল-কোরআনে সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا .

উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়্যু হান্ না-সু ইন্না-খালাক্বনা-কুম মিন যাকারিন আউ উন্সা ওয়া জাআলনা-কুম শুউ-বাঁউউয়া ক্বাবা-ইলা লি তাআ-রাফু।

হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি নর-নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।–সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত-১৩

আল্লাহ্ তায়ালার চোখে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন মুত্তাকি। আল্লাহ্ মানুষের বর্ণ, লিঙ্গ, সম্পদের ভিত্তিতে বিচার করেন না। বিচার করেন তাকওয়ার ভিত্তিতে। তাকওয়া হল নিরপেক্ষতা, ধর্মতাত্ত্বিকতা এবং খোদার প্রতি সচেতনতা। আমাদের মহানবী (সা) বিদায় হজ্বের সময় বলেছিলেন, আজ থেকে সমস্ত ভেদাভেদ শেষ হয়ে গেল। তিনি বলেন, অনারবদের কাছে কোনও আরবরা শ্রেষ্ঠ নয়। আরবদের কাছে কোনও অন-আরব শ্রেষ্ঠ নয়। শ্বেতাঙ্গদের কাছে কোনও কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে কোনও শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। একমাত্র উত্তম চরিত্র ছাড়া। তাই যদি আপনি কোরআনের দৃষ্টি এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর সঙ্গে একমত হন, তাহলে আপনি ম্যান্ডেলাকে সন্ত্রাসি না বলে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করবেন, যে তার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে। তাই কোনও ব্যক্তি যদি আরেক ব্যক্তিকে কোনও স্তরে ভাগ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই এর যথাযথ কারণ দেখাতে হবে।

যদি কোনও মুসলমান মহানবী (সা)-এর মূর্তি তৈরি করে তার পুজো করে এবং আপনি একজন অমুসলিম হয়ে যদি সেই মূর্তি ভেঙে দেন, আর তাতে যদি পুরো মুসলিম-বিশ্ব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আমি ডাঃ জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন করব। কারণ, মহানবী (সা)-এর মূর্তি তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইসলামে আলোচিত ভুল ধারণাগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি হল 'জিহাদ'। জিহাদের অর্থ সম্বন্ধে শুধুমাত্র অমুসলমানদের মধ্যেই নয়, এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও ভুল ধারণা আছে। বেশির ভাগ মানুষই, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক, তারা মনে করে, যে কারণেই হোক ব্যক্তিগত ব্যাপারে হতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে হতে পারে, দেশের ব্যাপারে হতে পারে, ভাষাগত ব্যাপারে হতে পারে, যে কোনও কারণেই হোক না কেন মুসলমানরা যুদ্ধ করলেই সেটা হল জিহাদ।

অমুসলমানরা এমনকি মুসলমানরাও একটি বড় ভুল করে যে, যে কোনও মুসলমান যুদ্ধ করলেই তাকে জিহাদ নাম দেয়। এই 'জিহাদ' শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ 'জাহদাহ' থেকে, যার মানে হল 'চেষ্টা করা', 'পরিশ্রম করা,' 'উদ্যমী হওয়া'। ইসলামিক অভিধান অনুযায়ী জিহাদের অর্থ, 'কারও অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করা'। জিহাদের অর্থ হল চেষ্টা করা। সমাজের উন্নতি করা। এর মানে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করাকেও বোঝায়। এর অর্থ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। জিহাদ যে মূল শব্দ 'জাহদাহ' থেকে এসেছে তার অর্থ–চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ছাত্র চেষ্টা করে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তাকে আরবিতে বলে সে জিহাদ করছে। আমরা বলি সে চেষ্টা করেছে। সে পরীক্ষায় পাশের জন্য পরিশ্রম করেছে। যদি কোনও চাকরিজীবী চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, তার মালিককে খুশি করার জন্য সে ভালো কজ দিয়েই করুক আর খারাপ কাজ দিয়েই করুক, সেটাই হল জিহাদ।

কোনও রাজনীতিবিদ যদি ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সেটা ভালোভাবে হোক আর খারাপভাবেই হোক, সেটাকেই আরবিতে বলা হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ সম্বন্ধে আরও একটি ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে আছে। যে কোনও মানুষই ভাবে, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক 'জিহাদ' শুধুমাত্র মুসলমানরাই করে থাকে। মূলত কোরআনের বাণীতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, অমুসলমানরাও জিহাদ করে থাকে। পবিত্র কোরআনে সূরা লুকমানের ১৪নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ۔

উচ্চারণ : উয়া উয়াস্‌সাই নাল ইনসা-না বিউয়ালি-দাইহি হামালাতহু উম্মুহু উয়াহান আলা-উয়াহনি-উ উয়া ফিসা-লুহু ফি-আ-মাইনি আনিশকুরলি উয়ালিউয়া-লিদাইকা ইলাইয়াম মাসির।

আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার নির্দেশ দিয়েছি, ঠিক যেভাবে তাদের মা অনেক যন্ত্রণা পেয়ে জন্ম দিয়েছেন এবং বছরের পর বছর লালন-পালন করেছেন। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।–সূরা লুকমান : আয়াত-১৪

এরপর সূরা লুকমানের ১৫নং আয়াতের উল্লেখ আছে–

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۔

উচ্চারণ : উয়া ইন জা-হাদা-কা আলা-আন তুশরিকা বী-মা লাইসা লাকা বিহি ইলমুন ফালা তুতি' হুমা উয়া স্বা-হিবহুমা ফিদ্‌দুনইয়া মা'রু-ফা।

যদি তারা (পিতা-মাতা) তোমাকে আমার সঙ্গে কাউকে অংশী করতে বলে এমন সব ব্যাপারে তাদের কোনও জ্ঞান নেই। তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না আর তারা পৃথিবীতে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখে।

–সূরা লুকমান : আয়াত-১৫

কোরআনে আছে, যদি পিতা-মাতা তোমাদের চাপ দেয়, চেষ্টা করে, জিহাদ করে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতে অংশী করানোর জন্যে, তাহলে তাদের অমান্য করো।

কোরআন বলছে, অমুসলমানরাও জিহাদ করে। একই কথা বলা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সূরা আনকাবুতের ৮নং আয়াতে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ.

উচ্চারণ : উয়া উয়াস্ স্বাইনাল ইনসা-না বি উয়া-লি দাইহি হুসনাই উয়া ইন জা-হাদা-কা লিতুশরিকা বী-মা লাইসা লাকা বি হি ইলমুন ফালা-তুতি' হুমা।

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আর তারা যদি অজ্ঞবাবে তোমাকে আমার সঙ্গে অংশী করতে বলে তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।–সূরা আনকাবুত : আয়াত-৮

তাহলে আমরা কোরআন থেকে জানতে পারলাম, শুধু মুসলমানরাই নয়, এমনকি অমুসলমানরাও জিহাদ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৭৬নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ.

উচ্চারণ : আল্লাজি-না আ-মানু ইউক্বা-তিলু-না ফি সাবি-লিল্লা-হি উয়াল্লাজিনা কাফারু-উইক্বা-কিলু-না ফি-সাবি লিত্‌ত্বা-গু-তি ফা ক্বা-তিলু- আউলিয়া- আশ্ শাইত্বা-ন।

যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং যারা কুফুরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।–সূরা নিসার : আয়াত-৭৬

এখানে বলা হচ্ছে যে, শয়তানও জিহাদ করে। তাহলে আরবি শব্দ 'জিহাদ'-এর অর্থ হল চেষ্টা করা, সংগ্রাম করা। উপযুক্ত কারণে বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর খারাপ লোকেরা সংগ্রাম করে শয়তানের পথে। তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিস শয়তান। তাহলে জিহাদ দু-প্রকার। ভালো জিহাদ আর মন্দ জিহাদ। অর্থাৎ, সংগ্রাম করা ভালোর জন্যে, সংগ্রাম করা খারাপ কিছুর জন্যে। তবে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যদি তেমন কিছু বলা না হয়, তখন ধরে নেওয়া হয় যে, এ জিহাদ ভালো কিছুর জন্যে। এটা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এ জিহাদ আল্লাহ্ তায়ালার পথে।

আরও একটা ভুল ধারণা আছে যে, বেশির ভাগ মানুষ, মুসলমান হোক আর অমুসলমান হোক, তারা মনে করে যে, জিহাদ মানে পবিত্র যুদ্ধ। সত্যি বলতে, যদি আপনি কোরআন পড়েন, তাহলে দেখবেন, পবিত্র কোরআনের কোনও স্থানেই 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। একটি সহিহ হাদিসেও পাবেন না যেকানে এ কথাটি হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন। ইংরেজি শব্দ Holy War শব্দটির আরবি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'হারবুম মুকাদ্দাস'; যার অর্থ পবিত্র যুদ্ধ। এ শব্দটা কোরআনের কোথায় উল্লেখ নেই। 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ওরিয়েন্টালিস্টরা। যখন থেকে তারা ইসলামের ওপর বই লিখতে শুরু করেছিল।

আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও জিহাদের অনুবাদ করেন পবিত্র যুদ্ধ। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ একজন ভুল করে ইসলামের কোনও কিছুর ব্যাখ্যা দেয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বহু মুসলমান পণ্ডিতও ইংরেজিতে তা অনুবাদ করে। আর তারা মনে করে জিহাদ শব্দটার সবচেয়ে কাছাকাছি ইংরেজি হল 'হোলি ওয়ার'–যেটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআনে উল্লেখ আছে 'কিতাল' শব্দটি, যার অর্থ 'যুদ্ধ', যার অর্থ 'হত্যা করা'। এখানেও যুদ্ধ দু-প্রকার। হত্যা করা দু-প্রকার। ভালো কিছুর জন্য হত্যা করা আর খারাপ কিছুর জন্য হত্যা করা। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৭৬নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ .

উচ্চারণ : আল্লাজি-না আ-মানু-ইউক্কা-তিলু-না ফি-সাবি লিল্লা-হি উয়াল্লাজি -না কাফারু- ইউক্কা-তিহুনা ফি সাবি লিত্‌ত্বা-গু-তি ফা ক্কা-তিলু-আউলিয়া আশ্‌ শাইত্বা-নি ইন্না কাউদাশ্‌ শাইত্বা-নি কা-না দ্বায়ি-কা।

যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কুফুরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।-

সূরা নিসা : আয়াত-৭৬

তাহলে বিশ্বাসীরা যুদ্ধ করবে শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। তার অর্থ খারাপ লোকেরা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। আর ভালো লোকেরা যুদ্ধ করে মহান স্রষ্টার পথে। তাহলে জিহাদের অর্থ কোনওভাবেই পবিত্র নয়।

কিতালের অর্থ 'যুদ্ধ করা'। কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ–যুদ্ধ করা আল্লাহর পথে। আর কিতাল ফি সাবিলিশ শয়তান অর্থ–যুদ্ধ করা শয়তানের পথে। জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে কোরআনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা) বহু নির্ভরযোগ্য হাদিসে এ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা হজ্বের ৭৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ .

উচ্চারণ : ইউজা-হিদু-ফিল্লা-হি হাক্কা জিহা-দিহি।

আর তোমরা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করো যেভাবে তা করা উচিত।–সূরা হজ্ব : আয়াত-৭৮

পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ২০নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ .

উচ্চারণ : আল্লাজি-না আ-মা নু-উয়া হা-জারু-উয়া জা-হাদু ফি-সাবি লিল্লা হি বি আমউয়া লিহিম উয়া আন্‌ ফুসিহিম আ'যামু দারাজাতান ইন্‌দাল্লা-হি উয়া উলা-য়িকা হুমুল কা-ইযু-ন।

যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ এবং জীবন দিয়ে চেষ্টা-সাধনা করেছে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার আর তারাই সফলকাম।-সূরা তওবা : আয়াত-২০

এর অর্থ হল–যেসব লোক যারা হিজরত করে, আর সংগ্রাম করে, জিহাদ করে, চেষ্টা করে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে ভালো কাজ করে, যাবতীয় সম্পদ দিয়ে, স্বাস্থ্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে, এ লোকগুলি পরবর্তী জীবনে সম্মান পাবে এবং তারা জান্নাতে যাবে।

একই কথা মহানবী (সা)-এর হাদিসে উল্লেখ আছে। সহিহ বুখারীর চতুর্থ খণ্ডে ৪৬নং হাদিসে আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ (সা) বলেছেন যে, একজন 'মুজাহিদ' যে চেষ্টা করে আল্লাহ্‌ তায়ালার পথে, আর আল্লাহ্‌ নিজেই জানেন কোন মানুষটা তাঁর পথে জিহাদ করেছে আন্তরিকতার সঙ্গে। যেমন একজন মানুষ নিয়মিত রোজা রাখেন আর নামাজ পড়েন। আর যদি কোনও ব্যক্তি, যে একজন মুজাহিদ, আল্লাহর পথে চেষ্টা করেন, যদি তিনি নিহিত হন, তিনি জান্নাতে যাবেন। আর যদি তিনি ফিরে আসেন, তিনি আসবেন গনিমতের সম্পদ-সহ বড় পুরস্কার নিয়ে।

জিহাদ শব্দটা পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে সূরা আনকাবুতের ৬নং আয়াতে বলেছেন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ .

উচ্চারণ ঃ উয়া মান জা-হা দা ফাইন্নামা ইউজা-হিদু লিনাফ সিহি ইন্নাল্লা-হা লাগানি ইউন্ আনিল আ-লা মিন।

"আর যে ব্যক্তি জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যই জিহাদ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বাসীর কারও কাছে মুখাপেক্ষী নন।" –সূরা আলকাবুত ঃ আয়াত-৬

তার মানে তুমি যদি চেষ্টা করো আল্লাহ্ তায়ালার পথে, তাহলে তুমি নিজের জন্যেই চেষ্টা করছো। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালার কোনও অভাব নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পথে, সেটা আপনার নিজের জন্যই ভালো। এটা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ভালোর জন্য নয়। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনও কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি স্বনির্ভর। তাঁর কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন, এখানে বলা হচ্ছে সেটা আপনার ভালোর জন্য। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে সূরা তওবার ২৪নং আয়াতে বলেছেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا .

উচ্চারণ ঃ কুল ইন কা-না আ-বা-উকুম উয়া আবনা উকুম উয়া ইখউয়া-নুকুম উয়া আজ্ উয়া-সুকুম উয়া আশিরাতুকুম উয়া আম উয়ালু নিক্তারাফ্ তুমু-হা ইয়া তিজা রাতুন তাখশাউনা কাসা-দাহা-ইয়া মাসা-কিনু তার দ্বাউ নাহা আহাব্বা ইলাইকুম্ মিনাল্লা-হি উয়া রাসূলিহি উয়া জিহা-দিন ফি সবি-লিহি ফাতারাব্বাসু-হাত্তা-ইয়া তিয়াল্লা-হু বিআমরিহি।

হে নবী (সা)! আপনি বলুন, তোমার পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান, ভ্রাতৃগণ, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসায় যার ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা করো এবং এমন বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো–এসব যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিকতর ভালোবাসার বস্তু হয়, তাহলে আল্লাহ্র শাস্তি না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।–সূরা তওবা ঃ আয়াত-২৪

আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা কাছে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তোমার বাবা, সন্তান, ভাই, তোমার স্বামী বা স্ত্রী, তোমার আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ তুমি জমিয়েছো, যে ব্যবসা দিয়ে তুমি রোজগার করো, যে ঘরে তুমি বাস করো, তোমার কাছে আর কি গুরুত্বপূর্ণ? আল্লাহ্ আরও বলেছেন–"তুমি যদি এই আটটা জিনিসকে বেশি ভালোবাসো আল্লাহ্র থেকে, তাঁর প্রেরিত নবী থেকে এবং আল্লাহ্তায়ালার পথে জিহাদ করা থেকে তাহলে অচিরেই তোমাদের ওপর আল্লাহ্র শাস্তি বর্ষিত হবে। আর আল্লাহ্ পাপাচারদের পছন্দ করেন না।"

জিহাদ শব্দটা এখানে আবার এসেছে। বলা হচ্ছে, "যদি তুমি এই আটটা জিনিসকে বেশি ভালোবাসো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র থেকে, আল্লাহ্র প্রেরিত নবী থেকে। আর জিহাদ না করো, যদি সংগ্রাম না করো আল্লাহ্ তায়ালার পথে, তাহলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেন, অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করেন এবং আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের পথ দেখান না।"

হাদিসেও এব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী মহম্মদ (সা) বলেছেন। সহিহ বুখারী ঃ চতুর্থ খণ্ড; হাদিস ২৭৮৪-এ উল্লেখ করা হচ্ছে–

হযরত আয়েশা (রা) [তিনি হযরত মুহম্মদ (সা)-এর স্ত্রী.....] হযরত মহম্মদ (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কি জিহাদে যাওয়া উচিত নয়? মহানবী (সা) বললেন, তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, একটি নির্ভুল হজ্ব।

সহিহ বুখারির ৫৭৯২ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে, একজন লোক মহানবী (সা)-এর কাছে এল এবং বলল যে, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত? আর এখানে জিহাদ, সংগ্রাম করা বলতে বোঝানো হচ্ছে খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তো লোকটা জিজ্ঞাসা করল, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত, (খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে) তখন হযরত মুহম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার কি বাবা-মা আছেন? লোকটা বলল, আছে। মহানবী বললেন, তোমার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, তোমার বাবা-মায়ের সেবা করা। অন্য আরেকটি জায়গায়, যেটার উল্লেখ আছে সুনানে নাসাঈতে, হাদিস নং ৪২০৯-তে যে এক লোক মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল, কোন জিহাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ? মহানবী বলরেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে সেই জিহাদ, সবসময় সত্যকথা বলতে হবে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বদলাচ্ছে। কোনও সময় মহানবী (সা) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হল সঠিক নিয়মে হজ্ব করা। মানে সঠিক নিয়মে তীর্থস্থান ভ্রমণ করা। আরেক জায়গায় মহানবী বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হল বাবা-মায়ের সেবা করা। আরেক জায়গায় মহানবী বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ, শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা হল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্যকথা বলা। প্রিয় নবী মহম্মদ (সা) বলেছেন, এটার উল্লেখ আছে সহিহ ইবনে হাব্বান-এ, মহানবী বলেছেন, "একজন মুজাহিদ যে চেষ্টা করে.......একজন মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে চেষ্টা করে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে.....আল্লাহ্‌তায়ালার করেছেন। আর একজন মুজাহিদ সে যিনি দেশত্যাগ করে, হিজরত করে, মন্দ থেকে ভালোর দিকে হিজরত করে। এখানে আপনি পাবেন যে জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ এক এক রকম হয়েছে। তাহলে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে আপনাকে পড়তে হবে ইসলামের ধর্মগ্রন্থগুলি অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং সহিহ হাদিসে মহানবী মহম্মদ (সা)-এর বাণীগুলি।

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۔

উচ্চারণ : ইয়া আইয়্যু হাল্লাজি-না আ-মানুদ্ খুলু ফিস্‌সিলমি কা-ফ্ফ ফার্তাউয়ালা-তাত্তাবিউ খুতুউয়া তিশ্ শাই ত্বা-নি।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"

এখানে আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, তুমি বিশ্বাস এবং অনুসরণ করো না শয়তানের দেখানো পথ। অনেক জায়গায় কোরআন বলছে শয়তানকে অনুসরণ করো না। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ বলেছেন অনুসরণ করো না শয়তানের দেখানো পথ। এখানে কি 'শয়তান' আর 'শয়তানের দেখানো পথের' মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে? কেন আল্লাহ্‌তায়ালা শব্দগুলি বদলালেন? এটার কারণ হল, উদাহরণস্বরূপ যদি কোনও যুবতী মহিলা একজন যুবকের কাছে আছে এবং তাকে বলে যে, চলো রাতে একসঙ্গে থাকি। যেহেতু লোকটার বিশ্বাস আছে তাই সে বলবে, না কখনও না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা গুনাহ এবং সে এটা করবে না।

কিন্তু অন্য ব্যক্তি যার ঈমান নেই, যদি কোনও যুবতীর ফোন আসে সে বলবে একজন যুবতীর সঙ্গে কথা বলবে কোনও ক্ষতি নেই। তাই সে বারবার ফোনে কথা বলল। কিছুদিন পর মেয়েটি বলল, চলো বাইরে একসঙ্গে চা খাই। আর কিছুদিন পর সে চা খেতে গেল। তখন সে ম্যাকডোনাল্ডনের মতো কোনও হোটেলে যেতে পারে, তারা ম্যাকডোনাল্ডে গেল। কিছুদিন পর তারা ডিনার করার জন্য কোনও এক রেস্টুরেন্টে যেতে পারে এবং আর কিছুদিন পর তারা একসঙ্গে তার কাটাতে পারে কোনও একটা হোটেলে। এটা হল খুতওয়াতুশ শয়তান বা শয়তানের দেখানো পথ। যদি শয়তান ঈমানদার ব্যক্তির সামনে আসে সে সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে চিনতে পারবে এবং তার থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে আকর্ষণ আছে।

শুধু একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলবেই কি সমস্যা হয়? শুধু একটু চা খেলে কি সমস্যা? কোনও সমস্যা নেই। শুধু ম্যাকডোনাল্ডসে বার্গার খাওয়া কোনও সমস্যা নয়। শুধু একটু ডিনার করা, শুধু একরাত ঘুমানোতে কোনও সমস্যা নেই। এটাই শয়তানের পথ। তাই আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন, তিনি তোমাদের পথনির্দেশ দিয়েছেন ও তোমরা বিশ্বাস করো, ইসলামের জগতে প্রবেশ করো সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে এবং অনুসরণ করো না খুতওয়াতুশ শয়তান তথা শয়তানের দেখানো পথ। কারণ সে তোমার জন্য একটি ঘোষিত শত্রু। একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল দাওয়াত। ইসলামের সত্য বাণী পৌঁছে দেওয়া, সত্যকে পৌঁছে দেওয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ্ কোরআনে সূরা আল-ইমরানের ১১০নং আয়াতে বলেছেন–

উচ্চারণ ঃ কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরি জাত লিন্ না-স।

তোমরাই সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের সম্মান দিয়েছেন এবং বলেছেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোনও সম্মানই দায়িত্ব ছাড়া আসে না। আল্লাহ্ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন তুমি উৎসাহিত করো ভালো কাজে, নিষেধ করো খারাপ কাজ থেকে। আর তুমি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করো। যে কারণে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাদের মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, সেটা হল আমরা মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করি এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করি। যদি ভালো কাজে উৎসাহিত না করেন এবং খারাপ কাজে নিষেধ না করেন, তাহলে আপনি মুসলমান হওয়ার যোগ্য নন। যারা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারা হল সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এই সম্মান আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং খারাপ কাজে নিষেধ করার কারণে। আর আমি শুরু করেছিলাম পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত দিয়ে। সূরা ইসরার ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

উচ্চারণ ঃ উয়া কুল জা-আল হাক্কু উয়া যাহাক্বাশ বা-তিলু ইন্নাল বা-তিলা কা-না যাহুকা।

আর হে নবী (সা)! বলুন, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।

এটা প্রত্যেক মানুষের উচিত হবে যে, সত্যটা পৌঁছে দেওয়া তাদের কাছে যারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। কোনও মানুষের জান্নাত পেতে হলে কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে।

পবিত্র কোরআনের সূরা আসরের ১ থেকে ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে–

উচ্চারণ ঃ উয়ালআসরি ইন্নাল ইনসা না লাফি খুসর্। ইল্লাল্লাজি না আ-মানু ইয়া আমিলুস্ স্বা-লিহা-তি উয়াতা উয়া স্বাউ বিল হাক্কি উয়া তাউয়া স্বাউবিসস্বাবর।

সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ প্রদান করেছে।

শুধুমাত্র বিশ্বাস আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। বিশ্বাসের পাশাপাশি আপনাকে ভালো কাজ করতে হবে। মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের পথে আনতে হবে। যদি এর কোনও একটি শর্ত পূরণ না হয়, সাধারণ অবস্থায় কোরআনের আয়াত অনুযায়ী আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না। আজকে আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম, হোক সেটা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র, কিংবা পত্রিকা, আপনি দেখবেন যে, ইসলামকে তোপের মুখে রাখা হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেটেও ইসলাম সম্পর্কে বহু মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকার কনসাল জেনারেল রিচার্ড হেইনসের সঙ্গে একমত, যিনি চেন্নাইতে বলেছিলেন যে, আমেরিকান জাতি কখনোই ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, আমেরিকার সমস্ত লোকজন ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, আর একই কথা আমি ভারতীয় ভাইদের বলছি যে, হিন্দুরা সবাই ইসলামের বিপক্ষে নয়। আমাদের অনেক হিন্দু বন্ধু আছে। এতে কোনও সমস্যা নেই। এটা হতে পারে ছোট একটা দল যারা ভারতীয়দের জন্য ইসলামের নিন্দা করে। এটা হতে পারে ছোট একটি দল, যারা ইউরোপীয়দের লাভের জন্য চেষ্টা করে ইসলামের নিন্দা করছে, তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কারণে এটা করে। কারণ কিছু মানুষ আছে যারা ক্ষমতায় যেতে চায়।

দুই ধর্মের মানুষকে আলাদা করে রাখতে পারলে সহজে ভোটব্যাংক কব্জা করা যায়। দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কিছু মানুষ। আর এমনই পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান মনোযোগটা নিয়ে যায় অন্যদিকে। ফলে ইসলামকে তোপের মুখে রেখে জন্ম হয় আরেকটি ঘটনার। তাই আমি মেনে নিচ্ছি যে, সব মিলিয়ে আমেরিকান জাতি ইসলামের বিপক্ষে নয়। সব মিলিয়ে ভারতের অমুসলমানরাও ইসলামের বিপক্ষে নয়। বিপক্ষে শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। আর এ -লোকগুলিই প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯৭৯- সালের ১৬ এপ্রিল টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল এসেছিল। যেখানে ছিল মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে ৬০,০০০-এরও বেশি বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে। টাইম পত্রিকার এ আর্টিকেল অনুযায়ী আপনি যদি হিসেব করেন তাহলে দেখবেন, প্রত্যেক দিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে। আর গণমাধ্যমকে আমি দোষ দেবো এবং দোষ দেবো রাজনীতিবিদদের। আমার মতে এ সমস্যার জন্য দায়ী হল প্রচার মাধ্যম এবং রাজনীতিবিদরা। আমার কথায় কেউ যদি আহত হয়ে থাকেন, আমি দুঃখিত। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না। এটা শুধুমাত্র আমার মতামত।

আপনি যদি প্রচার মাধ্যমকে ভালো করে দেখেন, আমি জানি এখানে অনেক সাংবাদিক আছেন। সকালেও আমি বলেছিলাম যে, অধিকাংশ সাংবাদিকই আছেন যাঁরা সত্যবাদী আর তাঁরা বেশ ভালো। বিপক্ষে রয়েছে অর্ধেকেরও বেশি। এর মানে কিন্তু সবাই জানে। আর আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন যে, আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে গণমাধ্যমগুলি। যেমন ধরুন, যদি কোনও মুসলমান মহিলা হিজাব পরেন, তাকে টার্গেট করা হবে। একই সঙ্গে গির্জার নানকদের দেখেন, তারাও একই রকম পোশাক পরেন, মুখ আর হাত ছাড়া পুরো শরীর ঢাকা । মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোনও মুসলমান দাড়ি রাখে তার মানে হচ্ছে সে সন্ত্রাসী। কিন্তু শিখরা ওরাও দাড়ি রাখে, তাতে কোনও সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ি পরে, তাতেও সমস্যা নেই। আমি দশ বছর আগে যখন প্রথমবার কানাডায় গেলাম, সেখানে দেখি একজন শিখ আদালতে মামলা করেছে। সে ছিল কানাডিয়ান, আর সে মামলা করছে এ কারণে যে, কানাডিয়ান সেনাবাহিনীতে পাগড়ি খুলবে না বলে এবং সে মামলায় জিতেছিল। আর এখানে দেখি যদি কোনও মুসলমান দাড়ি রাখে মানুষ তখন

অন্য কিছু ভাবে। আমি জানি না দাড়ি কী ক্ষতি করতে পারে। এটা একটা মাছিকেও কিছু করতে পারবে না। একটা টুপি কী ক্ষতি করতে পারে?

কেউ কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে, তাকে গ্রেপ্তার করুণ, ভালো কথা। কেউ সন্দেহজনক কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করুণ, ভালো কথা। কিন্তু চিন্তা করুণ, দাড়ি একটা মাছিকেও কিছু করতে পারে না। যদি ভালো করে দেখেন, দেখবেন বেশিরভাগ ধার্মিক লোকেরই দাড়ি আছে। যিশুখ্রিস্ট, যিনি ইসলাম ধর্মের একজন নবী, আবার অনেক খ্রিস্টান তাঁরা মনে করে তাদের সৃষ্টিকর্তা, তাঁরও দাড়ি ছিল। সাধু-সন্তদেরও দাড়ি আছে। যদি ধর্মগুলি ভালো করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, ওপরের সারির লোকদের দাড়ি আছে। তাহলে দাড়ি থাকলে সমস্যা কোথায়? আসলে কোনও সমস্যাই নেই।

এটা হচ্ছে প্রচার মাধ্যমের প্রতারণা, এর মাধ্যমে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে আর এর ফলে সবার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। আমি মুসলমানদেরও দোষ দেবো এ কারণে যে, আমরা তাদের কাছে সত্য কথাটি পৌঁছে দিতে পারছি না। একেবারেই পারছি না। এদিকে কোরআনের বেশ কিছু আয়াত প্রসঙ্গ ছাড়াই উল্লেখ করা হচ্ছে। আর সমালোচকরা কোরআনের একটা বিখ্যাত আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, কোরআন বলছে, যদি কোনও অমুসলমানকে দেখো, তাকে মেরে ফেল।

আপনারা জানেন, ভারতের একজন বিখ্যাত সমালোচক, অরুণ শুরী, একটা বই লিখেছেন, 'দ্য ওয়ার্ল্ড অভ ফাত্ওয়া'। তিনি তাঁর বইতে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, সূরা তওবার ৯ নম্বর পারার ৫ নম্বর আয়াতে আছে, তাঁর মতে কোরআন বলছে, যদি কোনও কাফেরের সঙ্গে দেখা হয়, ব্রাকেটের ভেতর হিন্দু, তাকে মেরে ফেলো, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখো। তাহলে ভেবে দেখুন,যদি কোনও সাধারণ হিন্দু , একজন নিরীহ হিন্দু এটা পড়ে, ওহ্ বলবে! কোরআন বলছে, যদি কোনও হিন্দুর সঙ্গে দেখা হয় তাকে মেরে ফেলো। তাহলে তখনই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। লোকটা তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা হচ্ছে, হাতে গোনা কিছু লোক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চাইছে। কারণ তারাই 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়া'র মতো বইগুলি লিখেছে।

তিনিও অন্যান্য সমালোচকদের মতো কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথমে সূরা তওবার ৯ নম্বর পারার ৫ নং আয়াত তারপর লাফ দিয়ে ৭ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারবে যে, কেন এটা করা হয়েছে । কারণ ৬ নং আয়াতে সব অভিযোগের উত্তর দেওয়া আছে এখানে। শানে নুযুলসহ যদি আপনারা সূরা তওবা পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, এর প্রথম দিকে বলা হচ্ছে মুসলমান আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যকার একটি শান্তি চুক্তির কথা। এ শান্তি চুক্তি মক্কার মুশরিকরা ইচ্ছা করেই ভেঙে ছিল। আর তখন মহান আল্লাহ্ ৫ নং আয়াতে বললেন যে, যুদ্ধের ময়দানে যখনই তোমার শত্রুকে (কাফের মানে অবিশ্বাসী শত্রু) দেখতে পাবে, তাকে যুদ্ধের ময়দানে মেরে ফেলো। তাই যদি কেউ প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেন, সেটা হাস্যকর হবে।

চিন্তা করুন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার সঙ্গে যখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল, তখন যদি আমেরিকার আর্মি জেনারেলরা বা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের ময়দানে মার্কিন সৈন্যদের বলে যে, আমার সেনারা, তোমরা ভয় পেয়ো না। যেখানেই কোনও ভিয়েতনামিকে দেখবে মেরে ফেলো, এটা তারা বলেছে সাহস দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি কেউ উদ্ধৃতি দেয় যে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বলেছে, কোনও ভিয়েতনামিকে দেখলেই তোমরা মেরে ফেলবে। তখন কথাগুলি হাস্যকর হবে। সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন আর্মি জেনারেল এমন কথা বলতেই পারেন।

তাহলে একইভাবে আল্লাহ্ যদি বিশ্বাসীদের কোরআনের মাধ্যমে বলেন, 'যখনই শত্রুরা তোমাকে মারতে আসবে, তাদেরকে মেরে ফেলতে ভয় পেয়ো না।' তাহলে সেখানে সমস্যা কোথায়? আর এরপরেই ৬ নম্বর আয়াত বলছে যে, 'যদি অবিশ্বাসীরা শান্তি চায়, তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও, যেমন তারা আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে জানতে পারে।' কোরআন কিন্তু একথা বলছে না যে, শত্রু শান্তি চাইলে তাকে ছেড়ে দাও। কোরআন বলছে, 'তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও।' আজকের দিনের সবচেয়ে মহৎ আর্মি জেনারেল, সবচেয়ে শিক্ষিত সৈন্য হয়তো বলবে যদি শান্তি স্থাপন করতে চায়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কোনও আর্মি জেনারেল কি বলবে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও? কিন্তু কোরআন একথাই বলছে।

যদি আপনারা শানে নুযুল পড়েন, তাহলে কোরআনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবেন। আর আপনারা যে কোনও ধর্মগ্রন্থ পড়ুন। আমি বহু ধর্মের গ্রন্থ পড়েছি। তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, শিখদের গ্রন্থ, জৈনদের গ্রন্থ সব পড়েছি। আর আপনারা দেখতে পাবেন যে, প্রায় সব ধর্মগ্রন্থগুলিরই কোনও না কোনও জায়গায় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি। বাইবেল পড়লে দেখবেন, এক্সোডালের গ্রন্থে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের ২২ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৮ থেকে ২০ বলছে–হত্যা করো। এক্সোডানের ৩২ নং অধ্যায় বলছে–'হত্যা করো'। নাম্বারস বলছে–'হত্যা করো'। নিউ টেস্টামেন্টে লুক-এর গসপেল, সেখানেও বলা হচ্ছে–'হত্যা করো'। যিশুখ্রিস্টের ওই গল্পটা হয়তো জানেন, তিনি যখন গেতসামেনির বাগানে গিয়ে সৈন্যদের বললেন যে, তোমাদের তরবারি বের করে দাঁড়াও। আর সৈন্যরা তখন তরবারি দিয়ে বাতাস কাটতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থেই যুদ্ধকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আপনারা যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' পড়েন তাহলে দেখবেন ভগবদ্গীতার ২ নম্বর অধ্যায়ে আছে–আপনারা জানেন যে, অর্জুনের খুব মন খারাপ এ কারণে যে, তাঁকে তাঁর নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন বলছে, কীভাবে এখানে হাজার হাজার মানুষের সামনে আমার আত্মীয়দের হত্যা করব? অর্জুনকে তখন উপদেশ দিলেন তাঁর ভগবান কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর যখন তুমি সত্যের পক্ষে তখন তোমার শত্রু কে, সেটা বড় কথা নয়। হোক তারা তোমার আত্মীয়। আর কথাটা ঠিক, সত্যের জায়গা হচ্ছে অনেক ওপরে, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও।

একই কথা কোরআনের সূরা মায়েদার ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

উচ্চারণ : ইয়া-আইয়্যু হাল্লাজি-না আ-মানু-কু-নু-কাউয়া মি-না লিল্লা-হি শুহা দা-আ বিলক্কিসত্বি উয়ালা ইয়াজ্ রি মান্নাকুম শানা আ-নু কাউমিন আলা-আল্লা তা'দিলু ই'দিলু হুয়া আক্বরাবু লিত্তাক্বাউয়া।

হে ঈমানদারগণ! ন্যায়ের ব্যাপারে আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। আর কোনও জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো। ন্যায়বিচার আল্লাহ্ ভীতির সবচেয়ে নিকটবর্তী।

'বিশ্বাসীরা সুবিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, সৃষ্টিকর্তার পক্ষে দাঁড়াও' এমনকি যদি তা তোমারও বিপক্ষে যায়। তোমার বাবা-মার বিপক্ষে যায়, ধনীর বিপক্ষে বা গরিবের বিপক্ষে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রক্ষাকারী। যদি আপনারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি পড়েন, তাহলে দেখবেন, প্রায় সব গ্রন্থেই কোথাও না কোথাও, কোনও না কোনও সময়ের যুদ্ধের কথা বলা হয়েতছে। তার মানে এই নয় যে, আপনি এক্সোডাল থেকে উদ্ধৃতি দেবেন। অথবা

ভগবদ্গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলবেন যে, এটা সবার জানা। ভগবদ্গীতা বলে তোমার আত্মীয়দের মেরে ফেল, এটা হল প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। যদি ধর্মগুলি ভালোভাবে বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে ধর্মগ্রন্থগুলি ভালোভাবে পড়তে হবে। ধর্মগ্রন্থগুলি ভালোভাবে পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে, সেখানে কী লেখা আছে। আর এ ধর্মগ্রন্থগুলিই হল এসব ধর্মের মূল উৎস। আপনারা জানেন যে, পবিত্র কোরআনের সূরা আল-মায়েদার ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ

উচ্চারণ ঃ আন্নাহ্ মান ক্বাতালা নাফ্ সাম বি গাইরি নাফাসিন আউ ফাসা দিন ফিল আরদি ফাকা আন্নামা-ক্বাতালান্‌না-সা জামি-আ।

"এভাবে যে ব্যক্তি নিজের আত্মা ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য কর্মতৎপরতা চালায় সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করে।"

কোরআন বলছে, যদি কোনও মানুষ হোক মুসলমান বা অমুসলমান, কাউকে হত্যা করে, যদি সেটা খুনের অপরাধ বা অন্য কোনও অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল। এখানে আরও বলা হচ্ছে, আর যদি কেউ কোনও মানুষকে বাঁচাল তাহলে সে পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করল।

আর যখন কিতালের কথা আসে, (আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষে যুদ্ধ করার নামই হল কিতাল) সেখানেও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। কোরআনে এবং প্রিয়নবী মুহম্মদ (সা)-এর হাদিসেও বলা হয়েছে যখন কোনও উপায় থাকে না, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে, সেখানেও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন আছে। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে বলেছেন–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ উয়া ক্বা-তিলু ফি-সাবি-লিল্লা-হিল্লাজি-না ইউক্বা-তিলু-নাকুম উয়ালা-তা'তাদু-ইন্নাল্লা-হা লা-ইউহিব্বুল মু-তাদিন।

"আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে রত আছে এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

এছাড়াও কোরআনের সূরা বাকারার ১৯৩নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ ـ

উচ্চারণ ঃ উয়া ক্বা–তিলু হুম হাত্তা লা-তাকু-না ফিতনা তুঁ উউয়া ইয়াকু-নাদ্দি-নু লিল্লা-হ ফা ইনিন্ তাহাউ ফালা উদ্উয়া-ন ইল্লা-আলায্ যা লিমিন।

"আর লড়াই করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয়। এক্ষেত্রে কোরআন ও হাদিসে বার বার নিয়ম-কানুনের কথা বলা হচ্ছে, যখন আর উপায় থাকে না, এ নিয়ম মেনেই তখন আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে হবে। সেখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মহিলাদের ক্ষতি করব না, আমরা শিশুদের ক্ষতি করব না, বাড়ির ভেতর বয়স্ক লোকদের ক্ষতি করব না, গাছপালা পোড়াব না, গাছপালা কেটে ফেলব না, শস্যক্ষেত পোড়াব না, পশুপাখি হত্যা করব না, এমন আরও অনেক নিয়ম মানতে হবে।

একটা বইয়ের কথা বলি, যেটার লেখক রামকৃষ্ণ রাও। মহানবী হযরত মহম্মদ (সা)-এর জীবনীর ওপরে লিখেছেন যে, আমাদের নবীর জীবদ্দশায় মোট ২২ বছরে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে, তাতে সর্বমোট এক হাজার আঠারো জন মানুষ মারা গেছে।

আপনারা ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরিসংখ্যান জানেন। সেই যুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গিয়েছিল? সে-যুদ্ধে মারা গিয়েছিল ২ কোটি মানুষ সাধারণ মানুষ। ২য় বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল ৩ কোটি মানুষ। আর আহত হয়েছিল সাড়ে ৩ কোটি মানুষ। এগুলির সঙ্গে তুলনা করুন, আপনারা যদি পেছনের দিকে তাকান, তাহলে কোরআনের আয়াতগুলির অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। একটা খুবই সাধারণ অভিযোগ করা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে, যেটা একেবারে ভুল ধারণা। আর সেটা হল, ইসলামের প্রসার ঘটেছে তরবারির মাধ্যমে। ইসলাম শব্দটা এসেছে সালাম থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। যার অর্থ 'মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা'। যখন কেউ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে শান্তির জন্য তখন সে মুসলমান।

চিন্তা করুন, যদি আপনারা অনুধাবন করেন যে, ইসলামের বিস্তৃতি হয়েছে তরবারির মাধ্যমে? তার মানে শান্তি ছড়ানো হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। আর ইসলাম প্রথাগতভাবেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু কোনও উপায় না থাকলে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই পুলিশ আছে। যখন কোনও সাধারণ মানুষ, কোনও নাগরিক বা অন্য কেউ সেই দেশের কোনও আইন ভঙ্গ করে, তখন পুলিশ সেই দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। তাহলে প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে, তারা শক্তি প্রয়োগ করে, সঙ্গে অস্ত্রও রাখে।

এদিকে ইসলাম কিন্তু যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলে, প্রধানত শান্তির কথা বলে, সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি চায় না, তারা চায় না সবাই শান্তিতে থাকুক। এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, শেষ উপায় হিসেবে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের অনুমতি দেয়। ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে এ ভুল ধারণাটার উত্তর বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডি লেসি ওলেরি। তিনি তাঁর বই 'ইসলাম অ্যাট দ্য ক্রসরোড'-এর ৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে মুসলমানদের তরবারি হাতে দিনে ইসলাম ছড়ানো আর বিভিন্ন দেশ জয় করার আজগুবি গল্পটা একটা অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে মিথ্যাটা বার বার বলা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, (মুসলমানরা) আমরা যেখানে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। সেখানে তরবারি দিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিনি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমানদের সরিয়ে দিল, সে সময় একজন মুসলমানও প্রকাশ্যে আযান দিতে পারত না।"

আমরা (মুসলমানরা) গত ১৪০০ বছর ধরে আরব-বিশ্বে রাজত্ব করছি। কিছু সময় ফরাসিরা। এ সময়টা ছাড়া পুরো ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা আরব-বিশ্বে রাজত্ব করছে। এ আরব বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি লোক হল কপটিক খ্রিস্টান। কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা বংশ পরম্পরায় খ্রিস্টান। আরবের এই দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মুখে ছড়ায়নি। মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর ধরে ভারত শাসন করেছে, যদি তারা চাইত তাহলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারত। আজ এক হাজার বছর পরেও ভারতে ৮০ শতাংশ লোক অমুসলমান। এ ৮০% অমুসলমান সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম তরবারির মুখে প্রসার লাভ করেনি। কোনও মুসলমান সেনা মালয়েশিয়া গিয়েছিল? সেখানে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মুসলমান। কোনও মুসলমান সেনা ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি? কোনও মুসলমান সেনা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? উইরোপের একজন বিখ্যাত

ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল অবশ্য এর একটা উত্তর দিয়েছেন। আর তিনি তরবারির কথাই বলেছেন। তিনি বলেন—"প্রত্যেকটা নতুন ধারণা বা মতবাদ মানুষের মাথায় জন্ম নেয় পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে। তখন সে যদি সেটা তরবারির মাধ্যমে ছড়াতে চায় তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না।" উনি প্রথমে বুদ্ধির তরবারির কথা বলেছেন। একই কথা আল-কোরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۔

উচ্চারণ ঃ উদ্-উ-ইলা-সাবি-লি রাব্বিকা বিল হিকমাতি উয়াল মাউয়ি যাতিল হাসানাতি।

"হে নবী (সা)! আপনি তাদেরকে আপনার প্রভুর পথে ডাকুন হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

প্লেইন ট্রুথ ম্যাগাজিনের একটি পরিসংখ্যানমূলক খবর যেটা রিডার্স ডাইজেস্টের আল-ম্যানাক ইয়ারবুক ১৯৮৬-এর রিপ্রোডাকশন ছিল। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৩৪ থেকে ৮৪-র মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা কত বেড়েছে? সে পরিসংখ্যানে এক নম্বরে ছিল ইসলাম, সেটা ছিল ২৩৫%। খ্রিস্টানধর্ম মাত্র ৪৭%। আমি একটা প্রশ্ন করছি, ১৯৩৪ থেকে ৮৪ পর্যন্ত কোন যুদ্ধটা হয়েছে? যে কারণে অমুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আমি আবার প্রশ্ন করছি যে, কোন মুসলমান ইউরোপকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা আছে। ইউরোপেও কথা বলার স্বাধীনতা আছে।

ইসলাম যদি মহিলাদের অত্যাচার করে, তাহলে অমুসলমান মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করে কেন? কীভাবে যারা মুসলমান হচ্ছে, তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা? কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে সকল সমস্যার সমাধান আছে। আমেরিকার একটা সমীক্ষা সংস্থার অফিস ওয়াশিংটনে, তারা বলেছে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ২ মাস পর ২০,০০০ লোক মুসলমান হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বরের আমি নিউইয়র্কে ছিলাম, দুদিন আগেই সেখান থেকে চলে যাই, আমি তখন ছিলাম ইংল্যান্ডে, আর ১১ সেপ্টেম্বরের পরে মাত্র ৫/৬ মাসের মধ্যেই আমাকে তিন তিন বার সন্ত্রাসবাদের ওপর কথা বলার জন্য ডাকা হয়। এটা তো ভালোই।

তবে ওই সন্ত্রাসি কাজটা খারাপ ছিল। সালমন রুশদি আমাদের নবীর বিরুদ্ধে লিখেছেন, সেটা খারাপ, কিন্তু লোকে জানতে চাইল সালমন রুশদি কী লিখেছে? তারপর সত্যটা জানার জন্য কোরআন পড়ল। আর সত্য জানার পর তারা মুসলমান হয়ে গেল। ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। আজকের দিনে আমেরিকায়ও এ পরিসংখ্যান বাড়ছে। আমেরিকারই একটা প্রধান সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, এখন আমেরিকানরা জানতে চায় যে, মুসলমানদের কোনও বাইবেল পাওয়া যায় কি না, তারা জানেও না যে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন। তারা মুসলমানদের বাইবেল পড়তে চায়। ভালোই তো। আর যখনই তারা সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনে সূরা বনি ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

উচ্চারণ ঃ উয়া কুল জা-আল হাক্কু উয়া যাহাক্বাল বা ত্বিলু ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যাহুক্বা।

"আর হে নবী (সা)! আপনি বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।"

আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধির তরবারি, যুক্তির তরবারি। যেটা মানুষের মন জয় করে। আর আল্লাহ তায়ালা তিনি মহান স্রষ্টা। কোরআনে সূরা তওবা ঃ আয়াত-৩৩, সূরা কাফ ঃ আয়াত-৯, সূরা ফাতাহ ঃ আয়াত

২৮-এ বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۔

উচ্চারণ ঃ হুয়াল্লাজি-আরসালা রাসুলাহু বিলহুদা উয়া দি নিলহাক্কি লি ইউ যহ্-হিরাহু আল্লাদ্ দি-দি কুল্লিহ।

"তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি তাকে (সত্য দ্বীনকে) সকল জীবন ব্যবস্থার ওপরে বিজয়ী করতে পারেন।"

আমি কথা শেষ করার আগে ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই, তিনি বলেছেন–"লোকেরা দুশ্চিন্তা করে যে, কোনও একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের কাছে চলে যাবে। তারা বুঝতে পারে না যে, যেদিন মহানবী হযরত মহম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন, সেদিনই ইসলামের বোমা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।"

ওয়া আখিরু দাওয়ানা ওয়ানিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মোহাম্মদ নায়েক ঃ আমরা এখন প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা এখন বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। তবে একবারে একটি প্রশ্ন করবেন। আমরা প্রথম প্রশ্ন শুরু করছি।

প্রশ্নঃ স্যার, আমার নাম ওয়াসিগরেন। আমি একজন খ্রিস্টান সাংবাদিক। আমরা জানতাম যে, ক্রুসেডাররা যে ক্রুসেডে গিয়েছিল সেগুলি ছিল পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, ক্রুসেড কীভাবে নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছিল। এভাবে কি বলা যায় না যে, এ ক্রুসেড থেকেই ধর্মীয় সন্ত্রাসের শুরু? সত্য কথা বলতে মুসলমানদের উপর তারা হাজার বছর ধরে সন্ত্রাস চালিয়েছে, আর এখন তারাই মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রুসেডকে মানুষের সামনে এভাবে তুলে ধরে কেন? ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা ক্রুসেডকে পবিত্র যুদ্ধ আর মুসলমানদের সন্ত্রাসি বলে কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি বেশ ভালো প্রশ্নই করেছেন। উনি একজন খ্রিস্টান, উনি স্বীকার করলেন উনি জানতেন যে ক্রুসেড হচ্ছে পবিত্র যুদ্ধ। আমিও আপনাদের বলছি। মুসলমানরা এ পবিত্র যুদ্ধকে বলেছে 'জিহাদ'। এক এক জায়গায় এক এক নাম। আর ক্রুসেড যখন পবিত্র যুদ্ধ তখন মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে, এটা খুব পবিত্র। আর তিনি একজন সাংবাদিক, তারপরও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করলেন। এ ক্রুসেড নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে, আমি এ সম্পর্কে আগে কিছু বলিনি। কারণ আমি এখানে ইসলামের ওপর কথা বলছি। আমি এখানে অন্য ধর্মের কথা বলছি না। অন্য ধর্মের সমালোচনা করছি না। সমালোচনা করতে চাইও না। প্রত্যেক ধর্মই শান্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, তাই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন যে, ক্রুসেড মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে। সন্ত্রাস তারাই শুরু করেছে। আর এখন তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসি বলছে।

আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন, পৃথিবীতে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ হারে বাড়ছে। মুসলমানরা যে সবাই ভালো, সে কথা বলছি না। সব ধর্মেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। তবে সব মিলিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যে,

মানুষকে তরবারির মুখে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। কোনও দিন না, কখনও না। বরং, মুসলমান হওয়ার কারণে অনেক মানুষকে হেনস্থা, অপদস্ত করা হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান আপনি পাবেন, যদি আপনি বাইবেল পড়েন। বাইবেলে দেখবেন, যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা মসিহ বলেছেন–

"যদি কেউ তোমার ডান গালে থাপ্পড় দেয়, অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও। যদি কেউ তার সঙ্গে এক মাইল থাকতে বলে, তুমি দুই মাইল তার সঙ্গে থাকো। যদি কেউ তোমার জামাটা চায়, তাকে তোমার আলখাল্লাটা দিয়ে দাও। –ম্যাথুর গসপেল; অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১

তাহলে যিশুখ্রিস্ট যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র একজন প্রেরিত নবী, তিনি আমাদের শান্তি কী তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।" আপনি যদি ভালো করে দেখেন, যদি ভালো করে বাইবেল পড়েন, তাহলে দেখবেন কোথাও লেখা নেই যে, যিশুখ্রিস্ট বা ঈশা মসিহ মুসলমানদের অপদস্ত করতে বলেছেন। আর সেজন্য আমি সবাইকে বলছি, যে ধর্মগ্রন্থ আপনার কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সেই গ্রন্থে ফিরে যান। সে ধর্মগ্রন্থ সবচেয়ে পবিত্র, সেটা ভালো করে পড়ন। কোরআনে বলা হচ্ছে–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ـ

উচ্চারণ : কুল ইয়া-আহলালা কিতা বি তা আ-লাউ ইলা কালিমাতিন সাউয়া ইন বাইনানা উয়া বাইনাকুম আল্লা না'বুদা ইল্লাল্লা-হা উয়ালা-নুশরিকা বিহি শাইআ-

"তোমাদের সাথে আমাদের সাদৃশ্যগুলো দেখ। প্রথম সাদৃশ্যটা কি? যে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করি না।"

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নঃ আমার নাম সিলে রাজা। আমি একজন অমুসলমান। আমার ভাই সাইফুল্লাহ, দেখতেই পাচ্ছেন যে, মঞ্চের ওপরে বসে আছে। সে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে আর এজন্য বাবা-মায়ের সঙ্গে ওর বেশ সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার প্রশ্ন না, আসলে আমি এখানে অন্য ধর্মের মানুষ।

ডাঃ জাকির নায়েক : আমি একটা কথা বলতে চাই যে, অমুসলমানরাও যে কোনও প্রশ্ন করতে পারেন। আলোচনার ভেতরে এবং আলোচনার বাইরেও। এটা একটা সুযোগ। আর সুযোগ সবসময় আসে না। আপনি এটার সদ্ব্যবহার করুন। আমি যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি। আপনি যদি অমুসলমানও হন, আমি সানন্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো। আলোচনার ভেতরে এবং বাইরে যে কোনও ধর্মের ব্যাপারে। এটা আমার সৌভাগ্য। হ্যাঁ ভাই, প্রশ্নটা বলুন।

সিলে রাজাঃ হ্যাঁ, ১১ সেপ্টেম্বরের পরে এখন যা পরিস্থিতি আর ১১ সেপ্টেম্বরের আগে কেনিয়া ও তানজানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে যে বোমা বিস্ফোরণ হল সে পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। আসলে আমি ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে জানতে চাইছি। আশপাশের সবাই এখন ওসামা বিন লাদেন আর ইসলাম নিয়ে কথা বলছে। সবাই বলছে, ইসলাম মানেই ওসামা বিন লাদেন। আমার ভাইয়ের মতামত হল ইসলাম এক জিনিস, আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস। আমি আসলে একটা সহজ প্রশ্ন করতে চাইঃ ইসলামের মূলনীতি অনুসারে স্রষ্টা বিশ্বাসী একজন লোক হিসেবে আপনার কী মনে হয় মুসলমানরা সবাই বলতে পারবে যে ইসলাম এক জিনিস আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস?

পার্থে আমেরিকার ভাইস কনসাল জেনারেল, তিনি একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসি মনে করি কি-না? আর আসল সন্ত্রাসি কে? আমার উত্তরটা পরের দিন সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছিল। আমি চিন্তা করছি সে একই উত্তরটা দেব কি না। সেই ভাইস কনসাল জেনারেলকে আমি বলেছিলাম, বিবিসি আর সিএনএন-এর রিপোর্ট থেকে যতদূর জানি, তাতে কোনও ভাবেই তাকে সন্ত্রাসি বলা যায় না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভালো। আবার এও বলছি না যে, সে খারাপ। তা না হলে আল-কায়দার একজন সন্ত্রাসি পাওয়া গেছে বলে হয়তো কালই আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাবেন। তাই আমি তার পক্ষে বলছি না, বিপক্ষেও কিছু বলছি না। যেহেতু আমি জানি না সেহেতু প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে আক্রমণ করা যায় না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর দেশটি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশকে আক্রমণ করল।

১১ সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ী কে? এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই কয়েকশো মত রয়েছে। যদি আপনি ইন্টারনেট দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে মার্কিন সাংবাদিক, ঐতিহাসিকরাই বলছে যে, ওসামা বিন লাদেন এটি করেনি। একটু চিন্তা করুন, একজন মানুষ কোথা থেকে এত প্রযুক্তি পাবে? আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, এফবিআই-এর বাজেট কোটি কোটি ডলার। আমি একথা বলছি না যে তারা যা বলছে তা ভুল, অথবা তারা যা বলছে তা ঠিক। আমি শুধু একটি তথ্য আপনাদের দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন দেশ এবং ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে দেখেছি যে, কিছু লোক বলছে জর্জ বুশ নিজেই এটি করিয়েছে। এখন আপনি যদি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বলেন যে, বুশই আসল অপরাধী, ওকে আমার কাছে তুলে দাও, না হলে আমি আমেরিকায় বোমা মারব। তাহলে আপনাকে পাগল বলা হবে। আমরা সিএনএন আর বিবিসি থেকে যতটুকু জানি, তা হল এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আপনারা জানেন, কিছু রাজনীতিবিদ তাদের সুবিধার জন্য ঘটনার মোড় ঘোরায়। আমেরিকানরাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলছে যুদ্ধটা হয়েছে তেলের জন্য, এটার জন্য, ওটার জন্য, আরও কতো কী। আমি বলছি না যে, তাদের কথা ঠিক বা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, এ কাজটি ওসামা বিন লাদেন করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র একজন লোকের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবাদের শিরোনামই ছিল যে, আমি বলেছিলাম পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসি হল র্জজ বুশ। প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু ভাইস কনসাল জেনারেলের পার্থের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। প্রশ্নকর্তাকে বলছি, ভাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী বলা যায় না। ইসলামে বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর সেটা যদি তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইসলামে আরও বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ তথ্য পায় তাহলে তা কাউকে বলার আগে সত্য কিনা যাচাই করতে হবে। শুধুমাত্র মিথ্যা সংবাদের কারণেই ভুল বোঝাবুঝি আর যুদ্ধ হচ্ছে। আর বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হল সাদ্দাম হোসেন। আসলে তাদের ইস্যু তৈরি করার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার। তাদের সুবিধার জন্য সব কিছু মিথ্যা দিয়ে সাজাচ্ছে। আপনি যদি লাদেনকে অভিযুক্ত করেন তাহলে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। অনুমান দিয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

প্রমাণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে একটি পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তাহলে বলা যায়, এখন থেকে আমেরিকার পুলিশের ড্রেস ওই পাসপোর্টের মালমসলা দিয়ে বানানো হোক। তাহলে তাদের কিছু হবে না। চিন্তা করুন, এত বড় বিস্ফোরণ হল, যেখানে তাপমাত্রা ছিল দুই হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেখানে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হল, অথচ সেই জায়গায় তারা একটা পাসপোর্ট খুঁজে পেল। এখানে আমাদের বুঝতে হবে

যে, আমরা যারা মুসলমান, যদি কোনও মুসলমান বা অমুসলমানকে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত করি, তাহলে তাকে অপরাধী বলার আগে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আর যদি আমরা প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করি, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি। কেন? কী কারণে আল্লাহ্‌ কিছু মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। ভাই, এর কারণটা পবিত্র কোরআনে সূরা মূলকের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাজি-খালাক্কাল মাউতা উয়াল হায়া-তা লি ইয়ার প্লুইয়াকুম আইয়্যুকুম আহসানু আমালা।

তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী।

এখন এ প্রশ্নে আসি যে, কেন কিছু মানুষ পঙ্গু হয়, কেউ গরিব আবার কেউ জন্মগত অসুখ (ক্রটি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ প্রশ্নটি হিন্দু দার্শনিকদেরও সমস্যায় ফেলে। আর এ কারণে হিন্দু দার্শনিকরা একটি দর্শনের কথা বলেছে। তাঁরা বলেন, এটি হল 'সংস্কার' জন্ম বা পুনর্জন্মের চক্র। আমি বেদ-সহ সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা।'পুনঃ' মানে পরবর্তী 'জন্ম' মানে জীবন অর্থাৎ পরবর্তী জীবন। এমনকি কোরআনেও মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলা হচ্ছে। তবে সেটা বেদের মতো না। জন্ম, তারপর মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু এমন কোনও চক্র আসলে নেই। কিন্তু হিন্দুধর্ম দর্শনের একটি প্রধান ভিত্তি হল 'কর্ম', যা ধর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্ম নির্ভর করে ধর্মের ওপর। এর একটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আছে।

আর এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু দার্শনিকরা মনে করেন যে, সম্ভবত আগের জীবনে এ লোকগুলি কোনও অন্যায় করেছিল। তাই এ জন্মে তারা পঙ্গু হয়েছে। যদিও একথা বেদের কোনও অনুচ্ছেদে নেই। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ বেদে এ সম্পর্কে আপনি কিছুই পাবেন না। সেখানে আপনি পাবেন শুধু পুনর্জন্ম, যার অর্থ পরবর্তী জীবন। খ্রিস্টানরা এটি বিশ্বাস করে। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে। কিন্তু কেন কিছু মানুষ কঠিন অসুখ নিয়ে জন্মায়, তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। হিন্দু দার্শনিকরা যুক্তি দেখায় যে, মানুষ মারা যায়, তারপর রূপ পরিবর্তন করে। যদি আপনি আগের জন্মে খারাপ কাজ করেন, তাহলে এ জন্মে আপনি পঙ্গু হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন। আর যদি কোনও মানুষ ভালো করে থাকে, পরের জন্মে সে উঁচু জাতে জন্মায়। আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী হল মানুষ। এ জন্মে আপনি খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরের প্রাণী হয়ে জন্মাবেন। হতে পারে বিড়াল, কুকুর অথবা অন্য কোনও প্রাণী। আমি একটি প্রশ্ন করি, পৃথিবীতে এখন অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। যদি ধরে নিই খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরে জন্ম হয়, তাহলে তো পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে যেত।

তারপরও কথা থাকে, কেন কিছু লোক পঙ্গু হয়ে জন্মায়, কেউ গরিব, আবার কারও জন্মগত ক্রটি থাকে। এর উত্তর দেওয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা মূলকের ২নং আয়াতে–

اَلَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ۔

উচ্চারণ: আল্লা জি-খালাকাল্মাউতা উয়াল হায়া-তা লি ইয়াব্ লু উয়াকুম।

"তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।"

পৃথিবীতে আপনার জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আপনাকে দেওয়া পরীক্ষা ওপর ভিত্তি করে আপনার বিচার হবে। আর মহান স্রষ্টা এক একজনকে এক-একভাবে বিচার করেন। বাস্তবে প্রত্যেক বছর প্রশ্নপত্র বদল হয়। যদি প্রশ্ন না বদলায় তাহলে পরীক্ষাটা কোথায়? প্রশ্ন প্রতিবছর বদলাবেই।

একইভাবে আল্লাহ্ তায়ালা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কিছু মানুষকে তিনি সম্পদ দেন। আর যদি কাউকে তিনি সম্পদ দেন, ইসলামি শরিয়ত বলে, আপনার অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই শতাংশ দান করে দিতে হবে। যেটাকে বলা হয় যাকাত । আর গরিব লোককে কোনও যাকাত দিতে হবে না। সে যাকাতের ১০০% পাবে। আর ধনী লোকের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন হবে। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন–

"ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব।"

আর মহানবী মহম্মদ (সা) বলেছেন–"ধনী লোকের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন।"

যদি ভালো করে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, মহান স্রষ্টা আপনাকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়েই আপনার বিচার হবে। যদি তিনি আপনাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, আপনাকে যাকাত দিতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে তবে যাকাত দিতে হবে না। কেন কিছু মানুষকে আল্লাহ্ পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠায়? এ ছোট শিশুর অপরাধ কী? সে কী অন্যায় করেছে?

আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি। ইসলাম আমাদের বলে যে, প্রত্যেকটি শিশুই মানুষ। প্রত্যেক শিশুই নিরপরাধ আর নিষ্পাপ। হতে পারে এটি বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন–"তোমার সম্পত্তি, সন্তান আর স্ত্রী হল তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।" হয়তো আল্লাহ্ তাদের পরীক্ষা করছেন। হতে পারে বাবা-মা খুব ধার্মিক। এখন স্রষ্টা তাদের সন্তানকে পঙ্গু করে আরও কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। স্রষ্টা হয়তো দেখতে চাইছেন, এখনও কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো? আর পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। যেমন ধরুন, যখনই আপনি এম বি বি এস পাশ করবেন, আপনার নামের আগে 'ডাঃ' লেখা হবে। পরীক্ষাটা কঠিন; কিন্তু যখনই আপনি পাশ করবেন, আপনি একজন চিকিৎসক। সম্মান অনেক বেশি। পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। আর আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মেছে, তার মানে এই নয় যে, সে আগের জন্মে কোনও অন্যায় করেছে। সে নিষ্পাপ। তার এ পঙ্গুত্ব হয়তো তার বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। হতে পারে এটা নিজের জন্যই পরীক্ষা।

আল্লাহ্ তাকে পরীক্ষা করতে চান যে, সে এখনও স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে কি না। আর এজন্য আল্লাহ্ কিছু মানুষকে গরিব করে পাঠান, আবার কিছু মানুষকে করেন ধনী। কিছু মানুষ ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়। আর কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মায়। আর আল্লাহ্ বিচার করেন পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। চিন্তা করুন, ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু লোক যদি পঙ্গু থাকে তারা ৫০ মিটার আগে থেকে দৌড় শুরু করে। কারণ, হয়তো তার পায়ে সমস্যা আছে, আর এ কারণে সে শুরু করে ৫০ মিটার আগে থেকে। যদি আল্লাহ্ কোনও মানুষের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেয়, তাহলে তিনি সেভাবেই বিচার করবেন। যদি পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়, তাহলে শিক্ষক সহজভাবে খাতা দেখেন। আর যদি প্রশ্ন সহজ হয়, তাহলে শিক্ষক কঠিনভাবে খাতা দেখেন। আল্লাহ্ মানুষকে বিভিন্ন রঙে, বিভিন্ন ভাষায় ও আলাদা আলাদা পরিবেশে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে যে পরিবেশ দিয়েছেন, যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেভাবেই তার বিচার করবেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন এখন কোনও ভারতীয় দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে? কিন্তু একশো বছর আগে অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন, ভাই জাকির কেন একশো বছর আগে অনেক ভারতীয় তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত? কারণটা সহজ। তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ শাসন করত–এ কারণেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত।

আজ ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে, তাই কেউ আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না। সেজন্যে হতে পারে এ মুসলমানরা যারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। হতে পারে তাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন। যেমন প্যালেস্টাইন। আপনি যদি ইতিহাস ঘাটেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। আর যখন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসেনি, তখন তাদের যা ছিল তা নিয়েই মোকাবিলা করেছে।

তাই দোষটা কাদের দেওয়া যায়? দোষটা আসলে আমাদেরই। কারণ আমরা এ সমস্যার মূল কারণটা খুঁজছি না। যদি কোনও সন্ত্রাসি সংগঠন থাকে, তাহলে আমাদের সেখানে গিয়ে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কী কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শুধুমাত্র এভাবেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাদেরকে হত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আপনি একজনকে হত্যা করলে দশজন আসবে। তাই আমাদের পেছন ফিরে দেখতে হবে আসল কারণটা কী? কোন কারণে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে? আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এর মূল কারণ।

উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনের কথা বলা যায়। হিটলার যখন ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করল এবং অনেককে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন প্যালেস্টাইনিরা বলেছিল–"আহলান ওয়া সাহলান।"

তোমরা আমাদের জ্ঞাতি ভাই। আমাদের কাছে চলে আসো। ব্যাপারটা এরকম যে, আমি এক অচেনা লোককে বললাম কোনও অসুবিধা হলে আমার ঘরে এসে থাকো। কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যখন আমি ঘরের বাইরে এসে শোরগোল শুরু করলাম এ কারণে যে, তারা আমার ঘর দখল করেছে, তখন আপনি আমাকে বললেন, 'সন্ত্রাসি'। আসলেই আমি কি সন্ত্রাসি? শুধুমাত্র মানবতার কারণে আমি আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর এখন আমিই কি না সন্ত্রাসি।

কাকে দোষ দেবো? দোষ আসলে আমাদেরই। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে সমস্যাটা কোথায়? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সবাইকে একত্রিত করার শক্তিও দিয়েছেন। যদি আপনি মূল কারণটা দেখেন তাহলে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেন একজন মানুষ মরতে চায়? কে মরে যেতে পছন্দ করে? যে মানুষটা বলে, আমি নিজেকে মারতে পারি, তাহলে কেন সে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মরবে না? আপনারা যদি কোনও মনোবিজ্ঞানীকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলবেন, মূল কারণ জানতে হলে প্রথমে ওই লোকগুলিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, কেন তারা এগুলি করছে? সেক্ষেত্রে আপনি অনেক সময়ই দেখবেন যে, এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ আছে।

আর কারণটা হচ্ছে, হতে পারে তাদের কিছু অংশ হয়রানির শিকার হয়েছে, আর কিছু অংশ আসলেই সন্ত্রাসি। কেউ মানুষকে অত্যাচার করে টাকার জন্য, কেউ হয়তো খ্যাতির জন্য, আবার কেউ হয়তো রাজনীতির জন্য। এব্যাপারে আমি একমত। আমি মনে করি এদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। হতে পারে তারা মুসলমান, হতে পারে তারা হিন্দু, হতে পারে তারা খ্রিস্টান। যখন মানুষ তাদের ওপর চালানো অত্যাচার সহ্য করতে পারে

না, তখন তাদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তখন তারা বেছে নেয় সহিংসতার পথ। মনোবিজ্ঞানীরাও একথাই বলেন। আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে একথা বলতে পারি যে, মানুষের স্বভাব হল অত্যাচারিত হলে তার শোধ নেওয়া। একজন মানুষ যে একটা আঙুলও উঁচু করতে চায় না, কেন সে বন্দুক হাতে নিতে চাইবে? কেন আমাদের এমনটা করতে হবে? সবার ভালোর জন্যই আমাদের মূল কারণটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই এ নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং সকল মানুষ এক জাতি হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করতে পারবে।

প্রশ্নঃ আমার নাম রবি ঠাকুর। আমি একজন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই আমি ভারতীয় ভাইদের অনুরোধ করছি যে, সমসময় ১১ সেপ্টেম্বরকেই সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করবেন না। কারণ, ভারতেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাশ্মীরে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। দুই হাজার মুসলমানভাই মারা গেছে গুজরাটে। তাই এখানে অনেক ঘটনাই ঘটে, যাকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। শুধু ভারতেই যেমন ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। সেদিন কিছু লোক আকসাধামের মন্দিরে ঢুকে অনেক মানুষকে হত্যা করেছিল। এটাকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলি পরিষ্কার করার জন্য আমি মিঃ জাকির নায়েককে ধর্নবাদ জানাই। আমার প্রশ্ন, আপনি বলেছেন শুধুমাত্র একজন লোকের কারণে একটা দেশকে আক্রমণ করা যায় না। এখন আমি আপনাকে একটা কাল্পনিক ঘটনা বলি। ধরুন, আমি কোনও আরব দেশে গেলাম। সেখানে লক্ষ-কোটি মানুষ মেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ভারতে চলে এলাম। তারপর সেই দেশটা প্রমাণ দেখাল ভারত সরকারকে, যে এ লোকটা আমাদের দেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। কিন্তু ভারত সরকার বলছে তোমরা যে প্রমাণ দেখিয়েছ তা অকাট্য নয়। আর সেই প্রমাণের ব্যাপারে অন্য দেশগুলি সবাই একমত। এখন ধরুন সেই দেশটা বারবার বলার পরও আমাকে দেওয়া হচ্ছে না। তখন সেই দেশটা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

আর একটু বলে আমি শেষ করতে চাই যে, এ দেশটার ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, ছিনতাই করা বিমান তাদের দেশে এসেছে এবং তারা ছিনতাইকারীদের উৎসাহ দিয়েছে এ ব্যাপারে। তারা সন্ত্রাসিদের সেই দেশ থেকে ছিনতাই করা বিমান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। যদি এই হয় দেশটার অবস্থা তাহলে কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে সেই অভিযোগকারী দেশটি?

ডা. **জাকির নায়েক ঃ** ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং তুলনাটাও চমৎকার। তিনি নিজেই ১১ সেপ্টেম্বরের তুলনাটা সুন্দর দিয়েছেন। তিনি একজন ভারতীয়, আরব দেশে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ভারতে ফিরে এলেন। আর সেই আরব দেশটি ভারতকে এ ব্যাপারে প্রমাণ দেখাল। কিন্তু ভারত সরকার সেটা মেনে নিল না।

মোল্লা ওমর কিন্তু আমার বন্ধু নয়। তিনি আমেরিকাকে বলেছিলেন, আমাকে প্রমাণ দেখান। কিন্তু আমেরিকা প্রমাণ দেখাতে পারেনি। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে টনি ব্লেয়ারকে। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে মোশাররফকে। মোশাররফ বলেছেন যে, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আর আপনি আফগানিস্তান সরকারকে বলছেন যে, অপরাধীকে দিয়ে দাও। আফগানিস্তান সরকার বলছে, কিছু একটা প্রমাণ দেখান। তারা প্রমাণ দেখাতে পারেনি আফগানিস্তান সরকারকে। তারা প্রমাণ দেখায় টনি ব্লেয়ারকে। এটা অযৌক্তিক। তাহলে কি তাদের প্রমাণে সন্দেহ ছিল? এমনকি এখনও ওসামা বিন লাদেন হল প্রধান সন্দেহভাজন। এটা শুধুই অনুমান। প্রমাণ হতে হবে অকাট্য। আর যদি তারা অকাট্য প্রামণ দিত যে, ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে, তাহলে অবশ্যই আফগানিস্তান

সরকার ওসামা বিন লাদেনকে ফেরত দিত। আপনি কোনও আরব দেশের যদি ক্ষতি করেন আর সেই আরব দেশ যদি প্রমাণ দেখায় এবং ভারত সরকার এতে আপত্তি জানায়, তখন আপনি আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে মামলাটা কোথায়? আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা আছে। যদি দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় নীতি থাকে, তাহলে অপরাধীকে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, ভারত আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বন্দির বিনিময় প্রথা আছে।

যদি কোনও অপরাধী কোনও অপরাধ করে ইংল্যান্ডে যায়, তারা ওই অপরাধীকে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। এর একটা উদাহরণ হল নাদিম। আপনারা সেই সঙ্গীত পরিচালক নাদিমকে হয়তো চেনেন। ভারত সরকার বলল গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে সে যুক্ত ছিল। তাই যখন ভারত সরকার প্রমাণ দিল ইংল্যান্ডের সরকারের কাছে, ইংল্যান্ডের আদালতে। তখন ইংল্যান্ডের আদালত বলল আপনাদের প্রমাণ একেবারে অর্থহীন। তারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আর ভারত সরকার নাদিমের উকিলের খরব দিতে বাধ্য হল। ভারত সরকার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু তারা একমত হয়নি। তারা বলেছে, আপনাদের প্রমাণ অকাট্য নয়। এ ঘটনার পর ভারত কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? কেন ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করেনি? ভারত সরকার তো নিজেদের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে আমেরিকা আফগানিস্তানকে কোনও প্রমাণ দেয়নি। তাই যদি এখনও আপনি সৌদি আরব বা কোনও আরব দেশে যান এবং সেখানে ক্ষয়-ক্ষতি করেন এবং সৌদি সরকার এ ব্যাপারে প্রমাণও দেয় যে আপনি প্রকৃতই একজন অপরাধী এবং ভারত সরকার একমত না হয়, তাহলে সৌদি সরকার কোটি কোটি ভারতীয়দের বোমা মেরে হত্যা করতে পারে না। ইসলাম এ অনুমতি দেয় না। হতে পারেন আপনিই অপরাধী, হতে পারেন আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছেন। তাদের যদি শক্তি বা ক্ষমতা থাকে তারা এসে আপনাকে ধরতে পারে। তারা লোকদের বোমা মারতে পারে না। ইসলাম এটার অনুমতি দেয় না। একই ঘটনা দেখেন কাশ্মীরে, গুজরাটে, আকসাধামে। আমি বলব আগে যাই ঘটে থাকুক না। কেন ওই দুই সন্ত্রাসি ভেতরে ঢুকেছিল? ইসলাম ধর্মে আপনি মন্দির ধ্বংস করতে পারেন না। আপনি ধর্মীয় লোকদের হত্যা করতে পারেন না।

কেউ যদি কোনও উপাসনালয়ে বা গির্জায় গিয়ে নিরীহ লোকদের হত্যা করে তাহলে তা কোরআনের বিধানের বিরুদ্ধে করা হবে। তাই আমরা এর নিন্দা জানাব। যে দুজন লোক এ ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের কাছে একটি চিঠি ছিল। সেখানে লেখা ছিল তারা তাহরিফ কিসাস থেকে এসেছে। 'কিসাস' আরবি শব্দ। যার অর্থ হতে পারে 'প্রতিশোধ'। আর সেখানে বলা হয়েছে যে, হতে পারে তাদের পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। যদি তাদের পরিবারকে হত্যা করাও হয়, তবুও ওই ৪৪ জনকে হত্যা করার অধিকার তাদের নেই। কারণটা হতে পারে অন্য কিছু। কিন্তু কাজটা ছিল ভুল। যদি তারা জানত যে, কে তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে? আর তারা সেই লোকদের কাছে গিয়ে প্রতিশোধ নিত তাহলে ঠিক ছিল। কিন্তু তা বলে ৪৪ জন নিরীহ লোককে হত্যা করতে পারে না। যদিও আসল অপরাধী কে এ বিষয়ে জানা যায় না। আমি আগেও বলেছিলাম, পবিত্র কোরআনের সূরা মায়েদার ৩২ নং আয়াতে আছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ ۔

উচ্চারণ : মিন আজলি যা-লি কা কাতাবনা-আলা-বনি ইস্‌রা-ঈলা আন্নাহু মান ক্বাতালা নাফসাম্‌ বি গাইরি নাফসিন আউ ফাসা-দিন ফিল আরদি ফা কা আন্নামা-ক্বাতালান্না-সি জামি-আ।

"এ জন্যই আমি বনি ইসরাইলদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি লোককে হত্যা অথবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালানোর অপরাধ ব্যতীত কাউকে হত্যা করল সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"

শুধুমাত্র যদি আপনি জেনে থাকেন কেউ কোনও অন্যায় করেছে বা কাউকে হত্যা করেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করতে পারবেন। তা না হলে আপনি কাউকে হত্যা করতে পারবেন না। ইসলাম এ বিষয়ে নিন্দা করে। ইসলামে বলা হয়েছে, এটা পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নঃ আসসালামু আলাইকুম, ভাই। একজন মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রশ্নটা করতে চাই। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি যে, কোন পক্ষে যাব। আমি এটাও বুঝতে পারছি না যে, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। যাবতীয় কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসীদের কাজকর্ম দিয়েই কোনও ধর্মকে বিচার করা যায় এটা আজ প্রমাণিত। এ যুক্তিটা ধরে নিয়ে কীভাবে আমি মন স্থির করব বা কীভাবে আমার বিশ্বাসকে ঠিক রাখব? আমার সাথীদের সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপারে মতের অমিল হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আপনি সাদ্দাম হোসেনকে বা পারস্যের মুজাহিদদের অনুভূতিকে অথবা প্যালেস্টাইনি আত্মঘাতী যোদ্ধার মৃত্যুকে সমর্থন করেন কি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভাবনা নিয়ে। তিনি জানেন না কোনটা তার জন্য ঠিক। কার সঙ্গে তিনি একমত হবেন এবং কার সঙ্গে হবেন না। তার এখন কী করা উচিত? তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমি প্যালেস্টাইনের মুজাহিদদের বা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করি কি না ইত্যাদি। বোন, আমি আগেও বলেছি যে, এগুলি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি। সব কিছুর একটা লুকানো কারণ থাকে। এ ব্যাপারটা ভুল না ঠিক তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, যার কারণে আমার মনে হয় এটার কারণ হাতে গোনা কিছু লোক। আর রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক কারণেই কাউকে কোরবানির গরু বানাচ্ছে। আর এটাই কারণ যে, তারা দেখতে চায় যে কাজ হচ্ছে।

কেউ মুসলমান হিসেবে যদি আমাকে প্রশ্ন করে তাহলে আমি শুধু তাদেরকে সত্যটা অনুসরণ করতে বলব। যদি কেউ তাদের ক্ষতি করে, হত্যা করে, অত্যাচার করে এক্ষেত্রে যদি তারা মোকাবিলা করে তাহলে ঠিক আছে, তা না হলে তারা পারবে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন বা সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? আমি বলব, পুরো ঘটনা আমি জানি না। তাই আমি ফতোয়া দিতে পারি না। আমি তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারি না। কারণ আমি তাদের সাক্ষাৎকার নিইনি। আমি মতামত দিতে চাইলে আগে তাদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। তাই আমি বলি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আল্লাহ্ আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন না যে, ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসি কি না? আমি বলব সে যদি ভুল কিছু করে থাকে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে তাহলে সে ভুল করেছে। আর যদি সে নিয়মনীতি না লঙ্ঘন করে তাহলে ঠিক আছে। এটার ওপর ভিত্তি করে আমি পরীক্ষায় পাশ করব না।

আমাকে ধর্মগ্রন্থ কোরআন পড়তে হবে। তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিশেষজ্ঞরা যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় যান, কিংবা আফগানিস্তানে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেন ইত্যাদি। এগুলি আমরা সংবাদপত্রেও দেখি। আপনাকে আমাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন না যে, সাদ্দাম হোসেন একজন সন্ত্রাসি ছিল কি না? আমরা বলতে পারি আল্লাহ মালুম। আমরা জানি না। আমরা তাদের সমর্থনও করি না। তাদের নিন্দাও করি না। যদি অকাট্য প্রমাণ থাকে একজন লোকের বিরুদ্ধে, কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যে কোন কাজ করেছে যেটা প্রমাণিতভাবে

কোরআনের বিপক্ষে আমরা তাকে নিন্দা করব। কিন্তু যদি কোন প্রমাণ না থাকে যেটা হল আংশিক প্রমাণ। আমাদের থাকতে হবে নিরপেক্ষ। এটাই বলে কোরআন। আর আপনার বিশ্বাস দুর্বল হবে না, বোন। আপনার ভিত্তি হবে সেই সত্যি যা বলা আছে ধর্ম গ্রন্থে। সবচেয়ে ভাল উপায় যেভাবে বিশ্বাস আনা যায়। হয় কোরআন পড়া। আপনি কোনো খুঁত পাবেন না কোরআনে, আপনি পরস্পর বিরোধী কিছু পাবেন না কোরআনে। যদি কোন লোক আরবী ভাষা বুঝতে না পারে। আপনাকে পড়তে হবে অনুবাদ এই বই-এর। এটা একটা অনুবাদ লিখেছেন আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী। আর এই অনুবাদটা বাইরে দোকানেও পাওয়া যায়। তাই বোন, আপনি যদি কোরআনের নির্দেশগুলি পড়েন যে কীভাবে জীবনধারণ করতে হয়, তাহলে ইনশা-আল্লাহ্ আপনার বিশ্বাস দৃঢ় হবে। আর বিশ্বাস করুন, কোরআনের মূলনীতিগুলি মেনে চলতে আপনি মোটেও লজ্জাবোধ করবেন না। যদি আপনার বুদ্ধি আর যুক্তি থাকে তাহলে বুঝবেন কেন এ নীতিগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনি জানেন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সেসব জায়গায় আমি কথা বলি এই টুপি পরে, আবার আমার দাড়িও আছে। আমি অনেক পশ্চিমি দেশে গিয়েছি কখনও কোনও সমস্যায় পড়িনি। মাঝে -মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোনও সমস্যা হয়নি। সত্যি বলতে মনে ভয় পাবো কেন? আর যদি আপনার যুক্তি-বুদ্ধি থাকে তাহলে আপনি গর্ববোধ করবেন। এমনকি আমার মতো আপনি নিজেকেও বলবেন, মৌলবাদী।

প্রশ্নঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আবদুল্লাহ। স্যার আমি ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বলতে চাইছি। আপনি বলেছেন যে, সেখানে সন্দেহজনক কিছু ছিল বলে তারা প্রমাণটা দেয়নি। আমি প্রমণটা পেয়েছি ইন্টারনেটে। একটা সাইট ছিল আই এন আই এস ডট কম বা আই এন আই এন ডট নেট। এটা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি সেখানে দুটো ছবি পাশাপাশি দেখেছিলাম। একটাতে এক অভিনেতার ছবি যে একটা ফিল্মে ওসামা বিন লাদেন সেজেছিলে, সবাই দেখেছে সেটা। আর অন্যটা ওসামা বিন লাদেন। আর শিরোনাম ছিল একজন। একজন বোকাও দু'চোখ দিয়ে সহজেই চিনে বলতে পারবেন যে, এ দু'জন লোক এক নয়। এটাই ছিল প্রমাণ যেটা আমেরিকা দিয়েছিল। আরেকটা ব্যাপার হল যে, আমি চাকরি করি এইচ এল-এ। আমাদেরকে একটা হ্যান্ডবুক দেওয়া হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব আর কর্তব্য লেখা আছে (কী করব আর কী করব না)। হ্যান্ডবুকটার প্রথম পৃষ্ঠার ওপর ভগবদ্গীতার শ্লোকের একটা অংশ লেখা আছে। আমি পুরো শ্লোকটা বলছি যে-''ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য, গ্লানি ভুবতি ভারতা, আভ্যুস্থানা নামা ধর্মস্য, যব আত্মানাম সদাবিহম, পরিত্রাণায় সাধুনামা, বিনাশায় চতুষ্কতা, ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।''

তারা বিশেষ করে উল্লেখ করেছে যে, ''পরিত্রাণায় সাধুনাম, বিনাশায় চতুষ্কতা।'' যদি আপনি সত্য অথবা ভালোকে রক্ষা করতে চান, তাহলে খারাপকে দূরে করতে হবে। অন্য কোনও উপায় নেই। তারপর আমি শেষের দিকের শ্লোকটা বলছি সেটা হল-''ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।'' এর অর্থ হল-ঈশ্বর বলছেন যে, আমি সব যুগেই পৃথিবীতে আসি। এটা হল আমাদের হিন্দু ভাইদের বিশ্বাস। আমি মি. জাকির ভাইকে এটার ব্যাখ্যা করতে বলব । আমাদের এ যে বিশ্বাসগুলি আছে এগুলি ঠিক না ভুল ? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক : আমি আবার অনুরোধ করছি দর্শকদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যাতে অমুসলামানদের থেকে বেশি প্রশ্ন আসে; যাতে তাদের ভুল ধারণাগুলি ভাঙাতে পারি। আর তারপর মুসলমানদের কাছে আসবে। তারা অনেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকছেন। আমি চাইব অমুসলমানরা বেশি করে প্রশ্ন করুন। আপনারা প্রত্যেক

দিন ইসলামের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ পান না। তাই একটা প্রশ্ন করেছেন, তার আগে একটা মন্তব্য করেছেন। তিনি ইন্টারনেটে দেখেছেন যে ওসামা বিন লাদেন আসলে নকল। আবার এ প্রমাণটিতেও সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে । তাই আমি একপক্ষ নিয়ে বলছি না যে, আপনি যে প্রমাণ পেয়েছেন সেটা সঠিক। এ প্রমাণটিও আমেরিকার কোনও শত্রুর বানানো হতে পারে। তাই আমি এ প্রমাণটিও বিশ্বাস করি না। তাই আপনাকে হতে হবে নিরপেক্ষ। আমি পক্ষপাত করে বলতে পারি না যে, হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলেছেন। যেমন ঘটেছিল তেহেলকাতে, যা আপনি হয়তো জানেন। তেহেলকার সেই অডিও ক্যাসেট আর ভিডিও ক্যাসেটের কথা মনে আছে নিশ্চই। এ সব কিছু তো মনোযোগ আকর্ষণের ফন্দি।

আমি একজন গণমাধ্যমের লোক তাই আমি জানি আমরা যদি চাই খুব সহজে সত্য বদলাতে পারি। প্রচার মাধ্যমে কোনও কিছু বদলে দেওয়া খবই সহজ। আপনি যে কথা মোটেও বলেননি আমি সেটাই দেখাতে পারি। এটা খুবই সোজা। প্রচার মাধ্যমের কথা বাদ দেই। আবারই বলছি, আমি জানি না এটা ভুল না ঠিক। যেহেতু কোথাও কোনও প্রমাণ নেই। আপনার প্রশ্নটাতে আসি।

ভাই যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, "যখনই অধর্ম হয়, যখনই অসত্য আসে, মিথ্যা আসে, যখনই পৃথিবীতে অরাজকতা আসে, তখন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তিনি আসেন এবং মানুষের রূপ অবতার গ্রহণ করেন। আর তিনি পৃথিবীর অরজকততা, বিপদ, বিশৃঙ্খলা। বন্ধ করতে আসেন।"

প্রশ্নঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম রাজকুমার। আমি এম বি বি এস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমি স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমার প্রশ্ন, ভারতের মুসলমানরা কেন সবসময় ভারতের সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? কেন ভারতের মুসলমানরা কমন সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? ধন্যবাদ।

ড. জাকির নায়েক: ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মুসলমানরা সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে, ভাই আমি কমন সিভিল কোর্টের পক্ষে। কিন্তু সেই সিভিল কোর্টকে হতে হবে সবচেয়ে সেরা, যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় (যেখানে হাতে হাতে বিচার পাওয়া যায়)। আমি এটার পক্ষে। এমনকি ভারতের সমস্ত মুসলমান এ বিরোধিতা করলেও আমি ডাঃ জাকির নায়েক এটার পক্ষে তর্ক করতে রাজি আছি। আমি যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজি আছি যে, কোন নিয়মটা সেরা? যে আইনটা সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সেটাই প্রয়োগ করেন। আমি এখানে বলব যে ভারতে কমন সিভিল কোর্ট থাকুক এমনকি কমন ক্রিমিনাল কোর্টও। কিন্তু আমাদের আগে ঠিক করতে হবে যে, কোন আইনটা সেরা। যেমন, একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়? আমি উত্তর দিয়েছিলাম। মানুষ সেটার প্রশংসাও করেছিল। আপনি এ উত্তরের সঙ্গে একমত হলে আপনাকে কমন সিভিল কোর্টে লিখতে হবে যে, একজন পুরুষ একজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না। আমরা জানি পৃথিববীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। এর জন্য কোনও সমাধান নেই। কোনও ধর্মই এর সমাধান দেয়নি। যদিও কোনও ধর্মই বলে না যে মাত্র একটাই বিয়ে করো। শুধু ইসলাম ছাড়া।

আর আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম হিজাবের সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক নিয়ে। আমি উপমা দিয়েছিলাম যে, শাস্তিটা সর্বোচ্চ, তার ফলাফলও সবচেয়ে ভালো। যেমন, ইসলাম বলে মহিলাদের হিজাব পরা উচিত। কোনও পুরুষ কোনও মহিলাকে দেখলে তার দৃষ্টি নিচু করবে। আর তারপরেও যদি কোনও পুরুষ কোনও মহিলাকে ধর্ষণ

করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে, যেটা হল মৃত্যুদণ্ড। আর আমি আমেরিকার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলাম যে, এফবিআই- এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে ১৭৫৬টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে প্রত্যেক দিন আমেরিকাতে। ১৯৯৬ সালে -তে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমি বলছি যে, যদি আপনারা ইসলামী শরীয়ত প্রয়োগ করেন যে, যখনই কোনও পুরুষ কোনও মহিলার দিকে তাকাবে, সে তার দৃষ্টি নিচু করবে। প্রত্যেক মহিলা হিজাব পরবে। পুরো শরীর ঢাকা থাকবে, শুধুমাত্র মুখমন্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। আমি একটা প্রশ্ন করছি যে তাতে কি ধর্ষণের হার বাড়বে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? অবশ্যই কমে যাবে। এটাই হল বাস্তব আইন।

আপনারা হয়তেবা দেখে থাকবেন যে বিবিসি -তে একবার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে বলা হচ্ছিল- নাইজেরিয়া ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী ধর্ষণের শাস্তি হিসেব মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেছল । আর তখনই ধর্ষণের ঘটনা সেখানে কমে গিয়েছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। আমি সৌদি আরবের পক্ষে বলছি না। তবে যেটা ভাল তার প্রশংসা করা উচিত। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানিকে অভিনন্দন জানাই। আমার মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে ১৯৯৯-এর অক্টোবর মাসে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ডই হবে একজন ধর্ষকের উপযুক্ত শাস্তি। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। তিনি ইসলামের কাছাকাছি এসেছেন। হয়তো এর পরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবেন, সব মহিলারই হিজাব পরা উচিত।

প্রশ্নঃ আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইয়াশার ফাহামি। আমি এসেছি ইরান থেকে। আপনি নিশ্চই সালমান রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস পড়েছেন। একজন মসলমান হিসেবে কেউই বইটা পছন্দ করবে না। আপনি কি মনে করেন, ইমাম খোমেনী সালমান রুশদির বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি করেন সেটা সঠিক?

ডা. জাকির নায়েক: আপনি প্রশ্ন করেছেন, সালমান রুশদি সম্পর্কে ইমাম খোমেনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা সঠিক ছিল কিনা? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এক বছর পর কেন ইমাম খোমেইনি ফতোয়া জারি করলেন? যে দেশ সবার আগে সালমান রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস নিষিদ্ধ করেছিল সেটা হল ভারত। আমি রাজীব গান্ধীকে এ কাজটা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেন ইমাম খোমেনি সালমানরুশদিকে হত্যা করার ফতোয়া জরুারি করলেন এক বছর পরে? কারণ, তাকে নিয়ে কোন খবর তৈরি হচ্ছিল না। এইসব রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের খেলা । আপনি যদি ফতোয়া দিতে চান, আপনি সেটা দেবেন। বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমালোচিত হয়েছে। অনেক দেশ এটা নিষিদ্ধ করেছে। আর তিনি ফতোয়া দিলেন আমি সৌদি আরবের পক্ষে বলছি না। তবে যেটা ভাল তার প্রশংসা করা উচিত সেটা পরের কথা। এসবই রাজনীতির খেলা, কিন্তু রাজীব গান্ধী যা করেছিলেন হয়তো তিনি এটা জানতেন না।। আমি আগেও স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে কথা বলেছি। যদিও বইটা ভারতে নিষিদ্ধ, তবু আমি বইটা পড়েছি।

আপনারা জানেন সালমান রুশদি বলেছেন, সে আগে মুসলমান ছিল। সে কাউকেই বাদ দেয়নি । তাঁর বইতে সে রানী এলিজাবেথকে হেয় করেছে। আর সেই একই ব্রিটিশ সরকার অশ্লীল শব্দ ব্যবহারে জন্য এক মার্কিন লেখকের বই নিষিদ্ধ করেছিল। তিনি ফাদার, আংকল, কাজিন, কিং সবগুলির প্রথম অক্ষর নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের কুটনীতিকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেন। আর সালমান রুশদি শব্দটাকে আরও ভয়াবহ করল। সে তার সঙ্গে আই এন জি যোগ করল। তারপরেও বইটি খুব জনপ্রিয় হল। তাহলে একজন মার্কিন লেখকের বইটা নিষিদ্ধ করা হল মার্গারেট থ্যাচারকে গালি দেওয়ার জন্য । অন্য আরেকজন লোক

সেটাকে আরও ভয়াবহ করল। অথচ সে পুরস্কার পেল। কিন্তু কেন সে পুরস্কার পেল? কারণ সে ইসলামের নিন্দা করেছে। এতে তারা খুব খুশি। আর আপনি কি জানেন, সে বাদ দেয়নি রাম আর সীতাকেও । আপনারা জানেন এদেরকে বেশিরভাগ ভারতীয় শ্রদ্ধা করে। সে তাঁদেরকেও হেয় করেছে, তাঁদেরকেও ছাড়েনি। আর অনেক লোকই সেটা সমর্থন করে। পরে রাজীব গান্ধী বইটি পড়ে বুজতে পারেন যে, এখানে কাউকেই বাদ দেওয়া হয়নি। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা মায়েদার ৩৩নং আয়াতে বলেছেন-

উচ্চারণঃ ইন্নালু আউ ইউ স্বাল্লাবু তাউ তু ক্বাত্বা আ আইদী-হিম উয় আর জুরুহুম মিন খিলাফিন্ আউ- ই উন্ ফাউ মিনাল মা- যাযা- উল্লাজি-না ইউহা রিবু- নাল্লা -হা উয়ারাসুলাহু উয়াইয়াস্ আউনা ফিল আরদি ফাসা-দান আঁই য়্যু ক্বাতা

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের অনিবার্য পরিণত হচ্ছে– তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পা সমূহকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে।"

আর এ আইন শুধু কোরআনে নয়, বাইবেলেও আছে। আপনি যদি 'বুক অব লেভিটিকাস ' পড়েন তাহলে সেখানে দেখবেন যে, " কেউ যদি স্রষ্টার নিন্দা করে তাকে পাথর নিক্ষেপ হত্যা করো।" এমনকি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন পথিকও তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাহলে এ আইন সব ধর্মগ্রন্থেই আছে। বেশিরভাগ ধর্মেই ঈশ্বরের নিন্দা করা সেটা হতে পারে খ্রিস্টান ধর্মে, হতে পারে ইসলাম ধর্মে, হতে পারে ইহুদিধর্মে– জঘন্য অপরাধ। স্রষ্টার বিরোধিতা যদি সেটা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয়, যদি অন্য দেশের সীমানার মধ্যে হয়, তাহলে আমরা ফতোয়া দিতে পারি না যে, তাকে হত্যা করা হবে। যদি সেই দেশে ইমি আইন থাকে, তাহলে কেউ স্রষ্টার বিরোধিতা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট আইন এবং কিছু নিয়ম- কানুন আছে।

কিন্তু রাজনীতিবিদরা হোক সে মুসলমান রাজনীতিবিদ অথবা কোনও অমুসলমান রাজনীতিবিদ, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য আপোস করছে। আমি দুঃখিত আমি কোনও রাজনীতিবিদকে ছোট করতে চাই না , আঘাত করতে চাই না। সবাই না হলেও আমি বলব বেশির ভাগ রাজতিকই এটা করছে। আর ঠিক এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম আর রাজনীতি দুটো আলাদা জিনিস। কিন্তু তারা ধর্মকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে যাতে তারা খ্যাতি অর্জন করে।

আমাদের বোঝা উচিত, খোমেনী যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা আমার মতে রাজনীতিতে মনোযোগ আকর্ষণের একটা কৌশল। কিন্তু রাজীব গান্ধী বইটি নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজই করেছিলেন । তিনিই বইটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে। আমি জানি না এ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে কি না। তবে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার বিরোধিতা করে তাহলে ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মে বলা আছে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। ইসলামধর্মে চারটা পথ আছে। যে কোনও একটা বেছে নেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্নঃ শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমি টিয়া অনুরাগী, আইনের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আমার ধারণা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা যায়। যদি মানুষকে সহিষ্ণুতা (সহনশীলা) শেখানো যায়, নিদেনপক্ষে সন্ত্রাসবদ কমানো যায়। ইসলাম কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোনও শিক্ষা বা উাপদেশ দেয়? আর যদি দিয়ে থাকে হাহলে যে মানুষগুলির ওপর ইসলামধর্মের এ দায়িত্বগুলি রয়েছে [আমি আসলে শব্দগুলির (নামগুলির) সঙ্গে পরিচিত না। যেমন হিন্দুধর্মে গুরুরা আছেন] যারা ইসলাম সম্পর্কে উপদেশ/ শিক্ষা দেন অন্য মসলমানদের তারা কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোনও শিক্ষা দেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন । আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সহনশীলতার মাধ্যমে সন্ত্রাস কমানো যায়। আর ইসলাম সহনশীলতার শিক্ষা দেয় কি না? বোন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি

যে, যে কোনও মানুষের জন্য জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে হলে অনেকগুলি শর্তের মধ্যে একটি হল সহনশীলতা। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-আসরের ১ থেকে ৩ আয়তে বলা হয়েছে–"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু তারা ছাড়া যাদের ঈমান আছে, সৎকর্ম করে এবং যারা মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়।"

মানুষকে সহনশীলতা আর অধ্যবসায়ের উপদেশ দেওয়ার নাম হল দাওয়া। সহনশীলতা হল জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম শর্ত। আপনি যদি সহনশীল না হন তাহলে সূরা আসর অনুযায়ী আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। শুধু সহনশীল হলেই চলবে না, অন্য মানুষকে সহনশীলতার পথে আনতে হবে। তবে 'সহনশীলতা' শব্দটার অনেক রকম অর্থ করা যায়। আর বিশেষজ্ঞরাও বলবে যে, সহনশীলতার একটা সীমা আছে। সহনশীলতা বলতে আপনি কী বোঝেন? কেউ যদি আপনার সঙ্গে অন্যায় কিছু করে আপনি প্রতিশোধ নিলেন না, খুব ভালো। কিন্তু কত দিন করবেন? তাই সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। আর ইসলাম ধর্মে জালিম সে ই লোক যার কাজ হল জুলুম করা। অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন, যে লোক সবার ক্ষতি করে সে–ই জালিম। জুলুম দুই প্রকারের রয়েছে। একজন অন্য মানুষের ক্ষতি করে আর আরেকজন নিজের ক্ষতি করে। এই দু–প্রকারের লোককেই জালিম বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, যেটা সহিহ মুসলিম হাদিসে উল্লেখ আছে যে, "যদি তোমার চোখের সামনে অন্যায় কিছু ঘটে আর যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তাহলে সেট হাত দিয়ে বন্ধ করো। যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে না পারো তাহলে তোমার জিভ দিয়ে বন্ধ করো। জিভ দিয়ে বন্ধ করতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা করো। আর যদি তুমি এটা করো তাহলে তুমি একেবারে নিচের স্তরের বিশ্বাসী।"

তাই আমাদের কী করতে হবে?– আমাদের সহনশীল হতে হবে। সহনতশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে বলেছেন–

উচ্চারণঃ ইন্নাল্লা-হা মা আস্ স্বা-বিরি-ন।

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

তবে সবুরেরও একটা সীমা আছে। সহশীলতার একটা সীমা আছে। যদি আপনি দেখেন একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, আপনি ওই মহিলাকে বলতে পারবেন না সহ্য করুন সমস্যা নেই। যদি স্রষ্টা আমাকে শক্তি দিয়ে থাকেন তাহলে আমি আমার হতে দিয়ে সেটা বন্ধ করব। যদি না পারি তাহলে বলব আরে ভাই, দয়া করে ধর্ষণ করবেন না। মুম্বইতে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, একটা ১৩ বছরের বাচ্চা মেয়েকে চলন্ত ট্রেনে এক মাতল ধর্ষণ করেছে সেখানে পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন একটু আপত্তি তুলেছিল আর সবাই তাকে বাধা দিয়েছিল। পাঁচজন মানুষ ইচ্ছে করলে একজন মাতালকে ঠেকাতে পারত। মাতালটা একটা পাঁড় মাতাল আর তারা কিছুই করল না। মানবতার আজ হয়েছে টা কী? মানুষ কোথায় গিয়েছে? পাঁচজন সুস্থ-সবল লোক একজন মালকে ঠেকাতে পারল না, যে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করছে, চলন্ত ট্রেনে। এটাকে কি আপনি সহনশীলতা বলেন? আমি বলব, কাপুরুষতা। সেজন্য আমি বলছি, যদি এ পাঁচজন লোক সন্ত্রাসী হতো, সন্ত্রাসি মনে যারা অসামাজিকভাবে মনে ভয় জাগায়, তাহলে ওই মাতালটা একাজ করার সাহস পেত না। তাহলে বোন আমরা মানুষকে উৎসাহ জোগতে চেষ্টা করব যাতে মানুষ আরও সহনশীল হয়, একইসঙ্গে তারা যেন কাপুরুষ না হয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অসমাজিক যা কিছু আছে তা যেন কমে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ লোকগুলি অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্নঃ আমার নাম দীপক। আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হল তালিবান সরকার বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার জন্যে একটা ফতোয়া জারি করেছিল। বলা হয়েছিল, সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাই এটা আসলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কিনা। এটা কি আসলেই শয়তানের দেখানো সে পথ যে ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল সুরাটে যখন আমি সেখানে বক্তৃতা করছিলাম। ঘটনাটি ঘটার মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। তখন এটা বেশ গরম খবর। তালিবানরা সেই সময়ে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিগুলি ধ্বংস করেছিল । ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে কিনা । এ একই প্রশ্ন আমাকে একজন অমুসলমান জিজ্ঞাসা করেছিল সুরাটে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কাজটা ঠিক না ভুল? তখন অবশ্যই পরস্পর বিরোধী খবর শোনা গিয়েছিল যে, আসলেই তারা মূর্তিগুলি ধ্বংস করেছে কি না। আর তাই তখন আমি বলেছিলাম ওগুলি ধ্বংস করা হয়েছে কি না আমি তা জানি না। কিন্তু আজকে আমরা জানি যে এটা সত্য ঘটনা যে ওগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। কাজটা ঠিক না ভুল সে বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেব বলতে পারি যে, যদি তারা বুদ্ধমূর্তিগুলি ধ্বংস করে থাকে তাহলে তারা আসলে বৌদ্ধদের উপকারই করেছে। কারণ, আমি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পড়েছি। এ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে কোথাও লেখা নেই যে, বুদ্ধ বলেছেন আমার মূর্তি তৈরি করো। বুদ্ধ কখনোই বলেননি যে, বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা করবে। আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, এ প্রথা চালু হয়েছে অনেক পরে। ঠিক না ভুল সে ব্যাপারে পরে আসছি। তবে তারা যেটা করেছিল তা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল। কারণ, কোনও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই লেখা নেই যে তারা বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করবে।

এবার প্রশ্নটাতে আসি। বাঙ্গালোরে এক সাংবাদিকও আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। ইসলাম মনে করে যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিষিদ্ধ । অন্য ধর্মেও বলে; আর খ্রিস্টানধর্মেও একই কথা বলে। যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন, সেখানে বলা হয়েছে বুক অব ডিউটারোনমিতে ৫নং অধ্যায়ে ৭ থেকে ৯ অনুচ্ছেদে। এছাড়াও বুক অব এক্সোডাসে ২০ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৫ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে—

"আমাকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করো না, আমার উপাসনা করতে কোনও প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) তৈরি করো না। আমার কোনও রূপক তৈরি করো না। উপরে স্বর্গ, নিচে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর নিচের সমুদ্র থেকে । তাদের সামনে নতজানু হয়ো না। তাদের সেবা করো না, কারণ আমি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।"

তাই খ্রিস্টান ধর্মানুসারে ও ইহুদিধর্ম মতেও মূর্তি তৈরি করে তাকে ঈশ্বর বলা একেবারে নিষিদ্ধ। ভাবে এটা ইসলামেও নিষিদ্ধ। একই তো আমি যখন উত্তরে বললাম, তারা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল, তখন আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এই তালিবানরা কি লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধদের কষ্ট দেয়নি? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। তাহলে ইসলাম কি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেওয়ার অনুমতি দেয়? আমি সেই সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম যদি বেশ কিছু ড্রাগস, কোকেন, ব্রাউনসুগার যার দাম ১০ কোটি টাকা এগুলি পাচার করার সময় ভারত সরকার ধরে ফেলে তাহলে কী করা হবে? সেই সাংবাদিক বললেন যে, ভারত সরকার ওই ড্রাগস পুড়িয়ে ফেলবে।

আমি বললাম বেশ। তারপর বললাম, আপনি কি জানেন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ পৃথিবীতে ড্রাগই ঈশ্বর । তাহলে আপনি কি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যাবেন যে, তারা মাদকাসক্তদের ঈশ্বরকে ধ্বংস করেছে? কারণ ভারত সরকার মনে করে ড্রাগস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তারা যা করছে সেটা ঠিক যদিও ব্যাপারটা লক্ষ লক্ষ

ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কষ্ট দিচ্ছে। আপনি সেখানে গিয়ে ভারত সরকারকে বলতে পারেন না যে তারা যা করছেন তা মাদকাসক্তদের কষ্ট দিচ্ছে। তাই একইভাবে আফগানিস্তানের মূর্তিগুলি তাদের সম্পত্তি; এগুলি পছন্দ হলে তারা রাখবে আর পছন্দ না হলে ধ্বংস করবে। এতে আমরা আপত্তি জানানোর কে? তবে যদি তারা অন্য কোনও দেশে গিয়ে এটা করত, তাহলে আপত্তি জানাতে পারতেন।

এছাড়াও লোকজন বলাবলি করে যে, ভারত সরকার খুবই সহনশীল। আপনি জানেন কি মুম্বাইতে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে মহাবীরের একটা বড় মূর্তি ছিল। মূর্তির পেছনেই ছিল হোটেল জাল। আর মূর্তিটা নগ্ন ছিল। তারপর লোকজন আপত্তি জানাল। এরপর মূর্তিটার সামনে একটা দেওয়াল তুলে দেওয়া হল। কয়েক মাস পরে তারা মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল। এ একই লোকগুলি মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল, আবার এ লোকগুলিই আফগানিস্তানকে নিন্দা জানাচ্ছে। কেন এ লোকগুলি রাস্তার ওপরের মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল? আপনি কি জানেন ভারতে জৈনধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আফগানিস্তানের বৌদ্ধদের চেয়ে বেশি? তাই যখন মুম্বাই সরকার সেই মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল যাকে জৈনরা ঈশ্বর মনে করে, 'তীর্থঙ্কর' মনে করে, তখন ক্যে আপত্তি তোলেনি। আর যখন আফগানিস্তানের সরকার এটা করছে, তখন আপত্তি জানাচ্ছেন। এ দু-মুখো নীতি কেন? কারণটি হচ্ছে "ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক।" জৈনরা কি দুঃখ পায় কি? যখন জৈনরা একটা মূর্তি রাখল মহাবীরের যাকে তারা মনে করে "তীর্থঙ্কর"। আপনি কেন আপত্তি জানাবেন? তখন সবাই বলল যে মূর্তিটা সরাতে হবে। মূর্তিটা সরাতে হবে। আর সেই একই লোকগুলো আপত্তি আর নিন্দা জানাচ্ছে। কেন তোমরা ধ্বংস করলে বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলো। দু-মুখো নীতি নয়–আমাদের যুক্তিবান মানুষ হিসেবে একমুখী নীতি অবলম্বন করা উচিত। এক একবার এক এক রূপ ধারণ করাটা ভালো না। আমি মনে করি এটা তাদের সম্পত্তি। ধরুন একজন । অমুসলিম একটা বাড়ি কিনল। ধরুন সেই ঘরের মধ্যে একটা কাবাশরীফ খোদাই করা আছে। যদি সেই অমুসলিম কাবাশরীফ অপছন্দ করে সেটা ঢেকে ফেললে কে আপত্তি জানাবে? আর যদি কোনও মসলমান মহানবী (সঃ)- এর মূর্তি তৈরি করে আর সে মূর্তিটা যদি আপনি ধ্বংস করেন, তাহলে পুরো মুসলিম -বিশ্ব যদি আপনার বিপক্ষেও থাকে আমি ডাঃ জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন করব। কারণ, মহানবী (সাঃ)– এর মূর্তি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

প্রশ্নঃ জনাব ডাঃ জাকির নায়েক। ইসলাম কি অন্য ধর্ম বা ধর্মীয় দেবতাদের অপমান করতে বলে? আমি এ প্রশ্নটা যে কারণে করছি সেটা হল যখন একজন মুসলমান ভারতীয় চিত্রশিল্পি হিন্দি দেবী সরস্বতীকে নগ্ন করে এঁকেছেন, তখন অনেকে প্রশংসা করেছিল এই বলে যে, এটা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। আর যখন সালমান রুশদি ইসলম সম্পর্কে বই লিখল, তখন রাজীব গান্ধী নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা প্রায় প্রত্যেক ভারতীয়ই সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখন হুসেন হিন্দু দেবীকে নগ্নভাবে আঁকল তখন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলগুলি বলেছিল যে, এটা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। তিনি যা খুশি আঁকতে পারেন। ইসলাম অন্য ধর্মের দেতাদের অপমান, ছোট করা সম্পর্কে কী বলে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে মুসলমান শিল্পীর কথা বলেছেন তিনি এফ এম হুসেন। এফ এম হুসেন মুম্বাইয়ে থাকেন। আমিও একই শহর থেকে এসেছি। তিনি দেবী সরস্বতীর কিছু নগ্ন ছবি এঁকেছেন আর অনেক সাংবাদিকও তাঁকে সর্থন করেছে, এটা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলে। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রথম কথা হল, কোনও মহিলার নগ্ন ছবি আঁকা সেটা দেবতা/দেবী হোক বা না হোক ইসলামে তা হারাম। হোক সে মুসলমান বা অমুসলমান এটা অনৈতিক, অমানবিক। কেন আপনি আপনার মেয়েকে বিক্রি করবেন? কেন আপনি পিছিয়ে যাবেন? দেখুন পশ্চিমি সংস্কৃতিতে কী হচ্ছে? তারা আমাদের মা -বোনদের বিক্রি করছে। একটা

বিখ্যাত বি এম ডব্লু-র বিজ্ঞাপনের কথা শুনেছিলাম। বি এম ডব্লু গাড়ির নাম শনেছেন ? এটা অনেকটা ধনী লোকদের জন্য মার্সিডিজ গাড়ির মতো । খুব দামি একটা গাড়ি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে আমি শনেছিলাম সেই বিজ্ঞাপনে একজন মহিলা বিকিনি পরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে ওপরে লেখা আছে, 'তাকে পরীক্ষামূলক চালানো শুরু করো এখনই।' কাকে? গাড়ি, না মেয়েটা। মেয়েটার ওই গাড়ির সামনে কী প্রয়োজন? এসব কিছুই ওই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে মেয়েদের অপমান করা। এফ এম হুসেন যা করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল প্রশ্নটাতে আসি। আপনি কি অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের সমালোচনা করতে পারবেন? আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে বলেছেন-

উচ্চারণঃ উয়ালা তাসুব্বুল্লা জি-না ইয়াদ্ উ-না মিন্‌দু -নিল্লা-হি ফাইয়া সুব্বুল্লা- হা আদ উয়াম বি গাইরি ইলম।

"আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব উপাস্যদের ডাকা হয় তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কারণ, তাহলে অজ্ঞতার কারণে শত্রুতামূলকভাবে আল্লাহকে গালি দেওয়া হবে।"

কোরআন বলছে, "নিন্দা করো না ওই দেবতাদের যারা তাদের উপাসনা করে আল্লাহর ছাড়া বরঞ্চ তারাই না জেনে আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়ালার নিন্দা করে।" তাই ইসলামধর্মে কোনও ধর্মের দেবতাকে নিন্দা করা যাবে না যদিও আপনি তাকে না মানেন- এটা নিষিদ্ধ। আর ঠিক একথাই বলা হচ্ছে সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতে। এফ এম হুসেন একজন দেবীর নগ্ন ছবি এঁকেছেন যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসি?

উত্তর ঃ মুসলমানদেরকে প্রায়ই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে, যখনই সমকালীন বিশ্ব বা ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মুসলমানরা অব্যহিত কাল থেকেই সব ধরনের মাধ্যম থেকে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা হইচই প্রায়ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে মার্কিন প্রচার মাধ্যম কর্তৃক 'একলাহোমায়' বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুসলিম-বিরোধী অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করা যায়। সেকানে আমেরিকার সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলি তখনই ঘোষনা করল যে, এটি 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র'। পরবর্তীতে প্রমাণ হয়েছে যে, আসল অপরাধী হল এক মার্কিন সেনা সদস্য।

চলুন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করি।

'মৌলবাদী'-র শব্দগত অর্থ ঃ

শাব্দিক অর্থে একজন মৌলবাদী হল এমন এক ব্যক্তি যে তার ধারণাকৃত তত্ত্ব বা মতবাদকে অনুসরণ করে, তার ওপর অনুগত থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে তা পালন করার চেষ্টা করে। এক ব্যক্তি চিকিৎসক হতে চাইলে তার উচিত মেডিসিন তত্ত্বের মৌল নীতিসমূহ জানা, অনুসরণ করা এবং তার চর্চা করা। তখনই সে মেডিসিন তত্ত্বে মৌলবাদী হতে পারবে।

এক ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রে বিদগ্ধ হতে চাইলে তার উচিত গণিতশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ ভালোভাবে জানা, তার অনুশীলন করা এবং ব্যাপকভাবে তার চর্চা করা। তবেই সে গণিতশাস্ত্রে মৌলবাদী হতে পারবে।

এক ব্যক্তি ভালো বিজ্ঞানী হতে চাইলে তারও উচিত বিজ্ঞানের মৌলসমূহ জানা, তার পথ অনুসরণ করা এবং একনিষ্ঠভাবে তার অনুশীলন করা। কেবল তখনই সে বিজ্ঞান শাখায় মৌলবাদী হতে পারবে।

মৌলবাদী সকলেই এক নয় ঃ

এক ব্যক্তি একই ব্রাশ নিয়ে যেমন সব রং একত্রে আঁকতে পারে না, তেমনভাবে এক ব্যক্তি সব মৌলবাদীকে একই শ্রেণীতে ফেলতে পারে না, হয় তা ভালো ক্ষেত্রে হোক বা মন্দ ক্ষেত্রে হোক।

একজন মৌলবাদীকে এরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কোন ক্ষেত্রে সে পারদর্শী তার ওপর ভিত্তি করে। একজন ডাকাত বা চোর মৌলবাদী সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ এবং সে সমাজে কারও কাম্য নয়। অন্যদিকে, এক চিকিৎসক মৌলবাদী সমাজের জন্য উপকারী এবং সে সমাজে সম্মানীত।

মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে আমি গর্বিত ঃ

আল্লাহ্‌র দয়ায় আমি একজন মুসলমান মৌলবাদী, যে ইসলামকে ভালোভাবে জানে, অনুসরণ করে এবং বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করে। একজন সত্যিকারের মুসলমান মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি। কারণ, আমি জানি যে, ইসলামের নীতিমালাসমূহ মানবজাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের নীতিসমূহের মধ্যে এমন একটি নীতিও নেই যা মানুষের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের অনেক বিধিবিধানসমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভুল মনে করে। আর এ ধারণা পোষণ করে তারাই যারা সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না।

যদি কোনও ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামের বিধিবিধানগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তবে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, ইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

'মৌলবাদী'-র অভিধানগত অর্থ ঃ

ওয়েবস্টার অভিধান মতে, মৌলবাদ ছিল আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলন, যা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। এটি হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সংস্কার করে যুগোপযুগী করার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এ সংস্কার ওই সমস্ত খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসকে মারাত্মক আহত করেছে, যারা বিশ্বাস করত বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ নির্ভুল এবং স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত এবং যুগোপযোগী। সুতরাং 'মৌলবাদী' শব্দটি এমন একটি শব্দ যা প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে এক শ্রেণীর খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করত, বাইবেল অক্ষরে অক্ষরে স্রষ্টার বাণী, যাতে কোনও ধরনের ভুল নেই।

অক্সফোর্ড অভিধান মতে, 'মৌলবাদ' হল-প্রাচীন কোনও মতবাদ বা ধর্মের কঠোর অনুশীলন বিশেষত ইসলাম।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হয় আজ এমন এক সময় যখন মৌলবাদী বলতে বোঝানো হয় কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিকে এবং ধারণা করা হয় হয় সে একজন সন্ত্রাসি।

প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসি হতে হবে ঃ

একজন সন্ত্রাসি এমন ব্যক্তি যে মানুষের মাঝে অপকর্ম করে বেড়ায় এবং সে সমাজে ভীতি ছড়ায়।

কিন্তু যখনই একজন ডাকাত পুলিশকে দেখে তখনই সে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসিস্বরূপ। একই রকমভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসিস্বরূপ হতে হবে। এ রকম অসামাজিক লোক যেমন, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, ধর্ষক ইত্যাদি

মানুষ যেন একজন মুসলমানকে দেখে তখন সে যেন মুসলমানকে ভয় পায়। এটি সত্য যে, সন্ত্রাসি শব্দটি সাধারণত ওই ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যে সন্ত্রাস করে। তবে একজন সত্যিকারের মুসলমানকে কেবল কিছু সংখ্যক মানুষ নামধারী অমানুষদের জন্য সন্ত্রাসির ভূমিকা নিতে হবে। অবশ্যই নির্দোষ মানুষের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানকে সাধারণ মানুষের জন্য শান্তির ধারক-বাহক হওয়া উচিত।

একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন থেকে মুক্ত হওয়ার আগে কিছু মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সহিংস আন্দোলন করেছে, ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে 'সন্ত্রাসি' বলে আখ্যায়িত করেছে; অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদেরকে সেই একই কাজের জন্য 'দেশপ্রেমিক' বলে আখ্যায়িত করেছে।

সুতরাং দেখা গেল একই কাজের জন্য একই ধরনের মানুষকে দুটি ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। এক শ্রেণী বলেছে 'সন্ত্রাসবাদ', অন্য শ্রেণী বলেছে 'দেশপ্রেম'।

ওই সব লোক যারা বিশ্বাস করে ভারতের ওপর ব্রিটিশদের শাসন করার অধিকার রয়েছে তারা বলল এটি সন্ত্রাসি কার্যকলাপ। অন্যদিকে যারা বিশ্বাস করে ভারতবর্ষ শাসন করার কোনও অধিকার ব্রিটিশদের নেই তারা তাদের কার্যকলাপকে 'মুক্তিযুদ্ধ' বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদেরকে 'দেশপ্রেমিক' হিসেবে বরণ করেছে। সুতরাং একজন মানুষের বিচার হওয়ার আগে তার পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শুনানি হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাদী-বিবাদী দুপক্ষেরই যুক্তি শোনা, অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং তাদের ওই ঘটনার পিছনে কী অভিপ্রায় ছিল তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত। তবেই সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব।

ইসলাম মানে শান্তি ঃ

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার মূলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় সারা বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তা আরও সুদৃঢ় করতে।

এভাবে প্রত্যেক মুসলমানকেই মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ তাকে অবশ্যই ইসলামের অর্থ শান্তির ধর্মের আইন-কানুনসমূহ অনুসরণ করতে হবে। তাকে সন্ত্রাসি হতে হবে কেবলমাত্র সমাজের আগাছাদের জন্য শুধুমাত্র সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য।

ইসলাম কি তরবারির মাধ্যমে এসেছে?

উত্তর ঃ কিছু সংখ্যক অমুসলমানের কাছে এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যে, কোটি কোটি মুসলমান ইসলামের অনুসারী হতো না যদি ইসলাম শক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত না হতো।

নিচের বিষয়গুলি এ ধারণা পরিষ্কার করবে বলে আশা রাখি।

ইসলাম অর্থ শান্তি ঃ

ইসলাম শব্দটির মূল বা উৎপত্তিগত শব্দ হল 'সালাম', যার অর্থ শান্তি। এর অন্য অর্থ হল একমাত্র আল্লাহর কাছে ব্যক্তির ইচ্ছা বিসর্জন দেওয়া। অর্থাৎ, নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম হল শান্তির ধর্ম এবং এ ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

মাঝে মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি ব্যবহার করতে হয় ঃ

এ পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাজ কর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আসে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই মাঝে মাঝে তাদের নিভৃত করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তি ব্যবহারের

প্রয়োজন হয়। ইসলাম মাঝে মাঝে শক্তি ব্যবহার করেছে এ কারণে যাতে দেশে সমাজবিরোধী ও অপরাধীরা শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজে শান্তি বিস্তৃত করে। একই সঙ্গে ইসলাম তার অনুসারীদের এও আদেশ দিয়েছে যে, এ শান্তি-শৃঙ্খলার বিনষ্ট করবে তাকে নির্ভত করতে তার ওপর শক্তি প্রয়োগ করো। অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য ও শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপন্থীদের বিরুদ্ধে কখনও তাই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় জন্যই শক্তি ব্যবহারের বিধান রয়েছে।

ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেরি :

ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে এ ভুল ধারণার সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেরি। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই Islam At The Cross Road-এর পৃষ্ঠা ৮-এ বলেছেন, "মুসলমানগণ তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।" এটি একটি বাস্তবতাবিবর্জিত উদ্ভট পৌরাণিক গল্প যা ঐতিহাসিকরা বারবার উল্লেখ করেছেন।

মুসলমানরা ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছেন :

মুসলমানরা প্রায় আটশো বছর স্পেন শাসন করেছে। স্পেনে মুসলমানরা সেখানকার মানুষদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কখনোই শক্তি ব্যবহার করেনি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে। এমনকি সেখানে এমন একজন মুসলমানও অবশিষ্ট ছিল না যে উচ্চস্বরে আযান দিতে পারে।

আরব-বিশ্বে ১৪ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান :

মুসলমানরা প্রায় ১৪০০ বছর যাবৎ আরব-বিশ্ব শাসন করে আসছে। মাঝখানে কিছুদিন ব্রিটিশ ও ফরাসিরাও শাসন করেছে। তদুপরি মুসলমানরা ১৪০০ বছর শাসন করছে। কিন্তু এখনও সেখানে প্রায় ১৪/১৫ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান রয়েছে, যারা যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্মপালন করে আসছে। যদি মুসলমানরা শক্তি ব্যবহার করত তবে কি সেখানে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকত?

ভারতে শতকরা ৮০ জনের বেশি ভারতীয় মুসলমান নয় :

মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর যাবৎ ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইত তবে ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে বর্তমানে ভারতে ৮০ জনের বেশি মানুষ অমুসলমান। এ সমস্ত মানুষ আজ প্রত্যক্ষদর্শী যে, ইসলাম মোটেই তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি।

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া :

ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মুসলমান। এখন প্রশ্ন জাগে কবে, কোন সৈন্য ওই দেশ দুটিতে অস্ত্রের দাপটে ইসলামে বিস্তৃত ঘটিয়েছে?

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল :

ইসলাম পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এখন কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারে যদি ইসলাম শক্তির দাপটে বিস্তার লাভ করে থাকে, তবে কোন মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা এ বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছে?

থমাস কার্লাইল :

বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তাঁর বই হিরো অ্যান্ড হিরো'স ওরশিপ-এ ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে ভুল ধারণায় অবতারণা করেছেন-"এটি তরবারি বটে, কিন্তু আপনি কোথা থেকে তরবারি পাবেন। প্রত্যেকটি নতুন

ধর্ম বা মত প্রচারের প্রারম্ভকালে খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। এ মতটি কেবল একজন ব্যক্তির মাথাতেই থাকে। এবং এটি তার মাঝেই বসবাস করে। সারা পৃথিবীতে সে-ই কেবল এটি বিশ্বাস করে। বিশ্বের সমগ্র মানুষের বিপক্ষে তার অবস্থান থাকে। আর এ বিশ্বাস (ধর্মমত)-টিই হল তার তরবারি যা সে ধারণ করে, এবং এর সাহায্যে সে তার ব্যাপক প্রচার চালাতে চেষ্টা করে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আদর্শের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি, এটি এমন এক অস্ত্র যে নিজেই তার প্রচারকাজ চালাতে পারে–

ধর্মগ্রহণে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই ঃ

কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে? যদিও তাদের হাতে অস্ত্র থাকত তথাপি ইসলাম বিস্তারের কাজে তারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। কারণ কোরআনের নিচের আয়াতে উল্লেখ আছে–

উচ্চারণ ঃ লা-ইক্ রা-হা ফিদ্দি-ন।

ইসলামে কোনও জোর-জবরদস্তি নেই। আজ সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

মেধার অস্ত্র ঃ

ইসলামধর্ম মেধার অস্ত্র। যে অস্ত্র মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছে। পবিত্র কোরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

উচ্চারণ ঃ উদ্ উ ইলা সাবি-লি রাব্বিকা বিলাহিকমাতি উয়াল মাউয়ি যা তিল হাসা নাতি উয়া জা-দিল হুম্ বিল্লাতি হিয়া আহসান।

তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকো প্রজ্ঞা সহকারে আর উত্তম উপদেশের দ্বারা; আর তাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করো অতি উত্তম পন্থায়।

ধর্ম বিস্তারলাভ করেছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ঃ

বিশ্বে বহুল প্রচলিত ইয়ার বুক 'আল-ম্যানাক' ১৯৮৪-র সংখ্যায় পরিসংখ্যান দিয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪–এই ৫০ বছরে ধর্ম বিস্তারের শতকরা প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। এ অনুচ্ছেদটি 'The Plain Truth' ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছিল। এ পরিসংখ্যানের শীর্ষে ছিল ইসলামধর্মের নাম। যেখানে ইসলামধর্মের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪৫% এবং খ্রিষ্টানধর্মের ছিল ৪৭%।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে এ সময়ে মুসলমানেরা এমন কোন যুদ্ধে উন্মত্ত হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

ইসলাম ইউরোপ এবং আমেরিকাতে দ্রুত বর্ধনশীল ঃ

বর্তমানে আমেরিকাতে দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম হল ইসলাম। ইউরোপের দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলির মধ্যে ইসলাম এক শীর্ষে। পাশ্চাত্যে কোন অস্ত্রের জোরে ইসলাম এত বিরাট সংখ্যক মানুষকে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে?

জোশেফ এডাম পিয়ারসন ঃ

ড. জোশেফ এডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন–"ওই সমস্ত মানুষ যারা এ ভেবে উদ্বিগ্ন যে, একজন পরমাণু অস্ত্র আরবদের হাতে চলে আসবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামি বোমা ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আর এটা সেদিনই হয়েছে যেদিন মহম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন।"